তাহারাত অধ্যায়

[তায়াম্মুম]

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

তায়াম্মুমের মাসায়েল

মহান আল্লাহ সাধারন অবস্থায় ওযু এবং জুনুবী অবস্থায় গোসলের নির্দেশ দিয়ে বলেন, (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) "তবে অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে অথবা পায়খানা-প্রশাব বা স্ত্রী সহবাসের পর পানি না পেলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করে মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসেহ করো।" [মায়েদা/৬] ইবনে কুদামা বলেন, (التَّيَمُّمُ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدُ) "ভাষাভিত্তিকভাবে তায়াম্মুম অর্থ হলো উদ্দেশ্য করা।" [মুগনী] ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, (وَفِي الشَّرْعِ الْقَصْدُ إِلَى الصَّعِيدِ لِمَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا) "শরীয়তের পরিভাষায় তায়াম্মুম অর্থ হলো মাটির উদ্দেশ্য হাত মেরে সলাত ও অন্যন্য ইবাদত করার বৈধতা হাসিলের নিয়তে মুখ ও হাত মাসেহ করা।" [ফাতহুল বারী] এক কথায় বলা যায়, ওযু বা গোসল ফরয থাকা অবস্তায় পানি না পেলে মাটি দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করার নামই হলো তায়াম্মুম।

তায়াম্মুম সম্পর্কিত আলোচনা কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

কোন ধরনের পবিত্রতার বদলে তায়াম্মুম করা যায়।

১) ওযুর বদলে তায়াম্মুম করা যায়

ওযু ফরয থাকলে পানি না পেলে তার বদলে তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে।

২) গোসলের বদলে তায়াম্মুম করা যায়

প্রথম যুগে উমর ﷺ এবং ইবনে মাসউদ ﷺ এর পক্ষ থেকে জুনুবী অবস্থায় তায়াম্মুম করা সম্পর্কে কিছু দ্বিমত থাকলেও পরবর্তিতে সকল আলেম একমত হয়েছেন যে, তায়াম্মুম করা বৈধ। ইবনে কুদামা বলেন, (فَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ) "তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ ইজমা করেছে।" [আল মুগনী]

৩) নাপাকির বদলে তায়াম্মুম করা যায় না।

- নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে না পারলে তার বদলে তায়াম্মুম করা যাবে না। (وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ مِنْ الْفُقَهَاءِ) "এটাই বেশির ভাগ ফুকাহায়ে কেরামের মত।" যেহেতু (لِأَنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا وَرَدَ بِالتَّيَمُّمِ لِلْحَدَثِ، وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ) "শরীয়তে হাদাস থেকে পবিত্রতা তথা ওযু গোসলের বদলে তায়াম্মুমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর নাপাকি পরিষ্কার করা এক্ষেত্রে তার মত নয়।" তবে হাম্বলী মাযহাব মতে (وَإِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ، وَعَجَزَ عَنْ غَسْلِهَا؛ لِعَدَمِ الْمَاءِ، أَوْ خَوْفِ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمَالِهِ تَيَمَّمَ لَهَا) "যদি তার শরীরে নাপাকি লেগে থাকে আর পানি না পাওয়া কারণে বা পানি ব্যবাহার করলে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তার বদলে তায়াম্মুম করবে।" [মুগনী] এই মতটি দূর্বল। যেহেতু তায়াম্মুম করা হয় নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গে তথা হাত ও মুখে। শরীরে অন্য কোথাও যেমন পিঠ বা পেটে নাপাকি লেগে থাকলে এভাবে হাত ও মুখে তায়াম্মুম করাটা হাস্যকর হয়ে যায়।

তায়াম্মুম করা কখন বৈধ হয়?

মহান রব্বুল আলামীন বৈন, (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) "পানি না পেলে তায়াম্মুম করো"। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ مَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ) "পানি না পাওয়া পর্যন্ত পবিত্র ভুমি দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করা যায়।" [মুসনাদে আহমাদ; সহীহ] অন্য বর্ননায় এসেছে, (فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءِ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ) "পরে তুমি পানি ব্যবাহারে সক্ষম হলে তা শরীরে লাগিয়ে দাও।"[মুসনাদে আহমাদ; সহীহ] হএসব দলীল প্রমানের কারনে আলেমরা একমত হয়েছেন যে, সাধারন ও স্বাভাবিক অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। ইবনে কুদামা বলেন, (وَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِهِ) "এটা (তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য) শর্ত হওয়ার ব্যপারে কোনো দ্বিমত নেই।" [মুগনী] বরং পানি দ্বারা পাবিত্রতা হাসিল করতে অক্ষম হলেই কেবল তায়াম্মুম করা যায়। এই অক্ষমতা বিভিন্ন কারনে হতে পারে। তায়াম্মুমের আয়াতে এবিষয়ে চমৎকার মূলনীতি বর্ননা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا

مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) “তবে অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে অথবা পায়খানা-প্রশাব করে আসলে অথবা স্ত্রী সহবাস করলে যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করে মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসেহ করো।” [মায়েদা/৬]

চিন্তা করলে দেখা যাবে, এখানে চারটি অবস্থার বর্ননা দেওয়া হয়েছে। তা হলো, **এক.** রোগাগ্রস্ত হওয়া, **দুই**. সফরে থাকা, **তিন**. পায়খানা প্রশাব করে আসা **চার.** স্ত্রী সহবাসের কারনে অপবিত্র থাকা। এর পর বলা হয়েছে এসব অবস্থায় পানি না পেলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে হবে। লক্ষনীয় বিষয় হলো, আয়াতে চারটি অবস্থার মাঝে ওয়া (و) তথা ‘এবং’ না বলে আও (او) তথা ‘অথবা’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর স্পষ্ট অর্ত হলো এই চারটি কারন একে অপরের থেকে আলাদা। কোনোটি কারও সাথে যুক্ত নয়। অতএব এর কোনোটি সংঘটিত হলে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে। সবগুলো একত্রে সংঘটিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

আয-যামাখশারী বলেন, (أدخل في حكم الشرط أربعة: وهم المرضى، والمسافرون، والمحدثون، وأهل الجنابة فيمن تعلق الجزاء الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الماء منهم) “এখানে রোগী, মুসাফির, হাদাস (ওযু ফরয অবস্থা), জানাবাত (গোসল ফরয অবস্থা) চারটি বিষয় উল্লেখ করার পর পানি না পেলে তায়াম্মুম নির্দেশ দেওয়া হয়েছ। প্রশ্ন হলো এই নির্দেশ (চারটি বিষয়ের মধ্যে) কোনটির সঙ্গে যুক্ত?” পরে তিনি বলেন, (قلت: الظاهر أنه تعلق بهم جميعاً وأنّ المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن يتيمموا، وكذلك السفر إذا عدموه، لبعده. والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه لبعض الأسباب) “এর উত্তর হলো, স্পস্ট বোঝা যায় যে, তায়াম্মুমের নির্দেশ উপরোক্ত চারটি বিষয়ের সবকটির সাথেই যুক্ত। অতএব রোগাগ্রস্থ ব্যক্তি যদি চলাফেরায় অক্ষম হওয়ার কারনে পানির কাছে পৌছাতে না পারে (বা রোগ বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে পানি ব্যবহার করতে না পারে) তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ হবে। একইভাবে মুসাফির ব্যক্তি পানি দুরে থাকার কারণে বা (যতটুকু পানি আছে তা ব্যবহার করলে পিপাসার্ত থাকতে হবে এমন আশঙ্কা থাকলে) তায়াম্মুম করতে পারে। একইভাবে ওযু বা গোসল

ফরয অবস্থায় কেউ যে কোনো কারনে পানি না পেলে তায়াম্মুম করতে পারে।” [আল-কাশশাফ]

এই বিশ্লেষন থেকে কয়েকটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়।

১) মুসাফির বা মুকীম যে কোনো অবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুম করা যায়।

তায়াম্মুমের আয়াতে সফরে থাকার কথা উল্লেখ আছে। এ কারনে কেউ কেউ মনে করেছেন, কেবল মুসাফিরের জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। মুকীম ব্যক্তি পানি না পেলেও তায়াম্মুম করবে না। অন্যরা বলেছেন, মুকীম অবস্থায়ও পানি না পেলে তায়াম্মুম করা যায়। ইমাম শাওকানী বলেন,

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلْمُسَافِرِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَاضِرِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ: إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لِلْحَاضِرِ الصَّحِيحِ أَنْ يَتَيَمَّمَ

সফর অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার ব্যপারে আলেমরা ইজমা করেছেন। তবে মুকিম অবস্থায় বৈধ কিনা সে ব্যপারে দ্বিমত আছে। ইমাম মালেক ও তার অনুসারীরা, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহম্মদ বলেছেন, মুসাফির বা মুকিম যে কোনো অবস্থায় (পানি না পেলে) তায়াম্মুম বৈধ। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুসাফির নয় আবার রোগাগ্রস্থও নয় এমন ব্যক্তির জণ্য (পানি না পেলেও) তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। [ফাতহুল কাদীর]

উপরে আয়াতটির যে ব্যাখ্যা উল্লেক করা হয়েছে তাথেকে স্পষ্ট প্রমানীত হয় নিজ এলাকায় বসবাসকারী তথা মুকীম ব্যক্তিও পানি না পেলে তায়াম্মুম করতে পারে। যেহেতু আয়াতে বিভিন্ন কারনে তায়াম্মুম করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তার মধ্য ওযু গোসল ফরয থাকা অবস্থায় কোনো কারনে পানি না পাওয়ার বিষয়টিও রয়েছে। এটি তায়াম্মুমের পৃথক একটি কারন্ উপরে রোগাগ্রস্থ হওয়া, সফরে থাকা ইত্যাদি যে সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা এর সাথে যুক্ত নয়। বরং তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জণ্য সগুলো পৃথক পৃথক কারন। সফরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে সর্বাবস্থায় তা শর্ত হিসেবে গন্য করলে সেই সাথে রোগাগ্রস্থ হওয়ার বিষয়টিকেই শর্ত হিসেবে গণ্য করা

উচিত। সেক্ষেত্রে বলতে হবে এমন কি সফরে থাকলেও তায়াম্মুম করা যায় না যতক্ষন না মুসাফির ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত হয়। অথচ এমন কথা কেউই বলেনি। এথেকে প্রমানীত হয় তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলো একত্রে উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। বরং পৃথক পৃথকভাবে তার যে কোনটি পাওয়া গেলেই তায়াম্মুম বৈধ হবে। সে হিসেবে মুসাফির বা মুকিম যে কোনো অবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুম করা যাবে। আর যদি ধরেও নিই তায়াম্মুমের আয়তে কেবল মুসাফিরের জণ্য তায়াম্মুম বৈধ করা হয়েছে তবুও তার সাথে কিয়াস করে বলা যায় পানি না পেলে মুকিম ব্যক্তিও তায়াম্মুম করবে। যেহেতু এক্ষেতে তার অবস্থা মুসাফিরের মতোই। ইবনে কুদামা বলেন, (فَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ فِي الْحَضَرِ، بِأَنْ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْهُمْ، أَوْ حُبِسَ فِي مِصْرٍ، فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَالصَّلَاةُ) "যদি মুকিম অবস্থায় পানি না পায় যেমন, পানির লাইন বন্ধ হয়ে যায় বা কাওকে কোনো এলাকায় বন্দি করে রাখা হয় তবে তার উপরে দায়িত্ব হলো তায়াম্মুম করে নামায পড়া।" [মুগনী] উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, (ذِكْرُ السَّفَرِ فِيهَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْمَاءَ إِنَّمَا يُعْدَمُ، فِيهِ) "সাধারন অবস্থা বিবেচনা করে এখানে সফরের কথা বলা হয়েছে যেহেতু সাধারনত সফরেই পানির অভাব হয়। [মুগনী] আর (وَالْحَاضِرُونَ الْأَغْلَبُ عَلَيْهِمْ وُجُودُهُ فَلِذَلِكَ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِمْ) "নিজ এলাকায় বসবাসকারীরা সাধারনত পানি পায়। একারনেই তাদের ব্যাপারে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি।" [তাফসীরে কুরতুবী] অর্থাৎ মুকিমরাও এখানে উদ্দেশ্য কিন্তু যেহেতু সাধারনত তদের পানির অভাব হয় না তাই বিষয়টি উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় নি। অতএব (تَيَمَّمَ الْمُسَافِرُ بِالنَّصِّ، وَالْحَاضِرُ بِالْمَعْنَى) "মুসাফির ব্যক্তি (পানি না পেলে) উপরোক্ত আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্যের উপর নির্ভর করে তায়াম্মুম করবে আর মুকিম ব্যক্তিও (পানি না পেলে) উপরোক্ত আয়াতের অর্থের উপর নির্ভর করে (কিয়াসের মাধ্যমে) তায়াম্মুম করবে।" [তাফসীরে কুরতুবী] যেহেতু এখানে পানি না পাওয়াটাই মূল বিষয় মুসাফির বা মুকিম হওয়ার বিষয়টি নয়। একটি হাদীসেও এ ব্যপারে প্রমান পাওয়া যায়। বুখারী ও মুসলিমে বর্নিত একটি হাদীসে এসেছে, মদিনার নিকটবর্তি একটি স্থান বিরে জামাল থেকে ফেরার পথে একজন ব্যক্তি সালাম দিলে রসুলুল্লাহ ﷺ একটি দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাতে হাত মেরে (فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ) "মুখ

ও হাত মাসেহ করলেন।" এই হাদীসে প্রমান করে মুকীম অবস্থায় পানি না পেলেও তায়াম্মুম করা যায়। যেহেতু (لَمَّا تَيَمَّمَ فِي الْحَضَرِ لِرَدِّ السَّلَامِ مَعَ جَوَازِهِ بِدُونِ الطَّهَارَةِ فَمَنْ خَشِيَ فَوْتَ الصَّلَاةِ فِي الْحَضَرِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى) "এখানে মুকীম অবস্থায় সালাম দেওয়ার জন্য তায়াম্মুম করা হয়েছে অথচ পবিত্রতরা ছাড়াও ছালাম দেওয়া যায়। অতএব নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম করার বিষয়টি আরও বেশি যৌক্তিক।" [ফাতহুল বারী]

২) পানি না পাওয়া অর্থ যে কোনো কারনে পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া।

উপরে আমরা দেখেছি, তায়াম্মুমের আয়াতে রোগাগ্রস্ত হওয়া, সফরে থাকা, সাধারন অবস্থায় পানি না পাওয়া ইত্যদি বিভিন্ন বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। আমরা বলেছি, এসব অবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুম করা যায়। আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, আয়াদে উল্লেখিত বিভিন্ন অবস্থায় পানি না পাওয়ার ব্যাপারটি বিভিন্ন রকম হতে পারে। এমন অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে যাতে বাহ্যত পানি থাকা সত্ত্বেও কোনো কারণে তা ব্যবহার করতে না পারার কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ হয়। যেমন, পান করার মতো অর্প পরিমাণ পানি সাথে থাকা বা পানি ব্যবহার করলে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকা ইত্যাদি। ইবনে কুদামা বলেন, (قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ، وَخَشِيَ الْعَطَشَ، أَنَّهُ يُبْقِي مَاءَهُ لِلشُّرْبِ، وَيَتَيَمَّمُ) "ইবনে মুনজির বলেন, যে সব আলেমদের কথা আমার নিকট পৌছেছে তারা সবাই ইজমা করেছেন যে, মুসাফিরের সাথে যদি এমন পরিমান পানি থাকে যা অযু গোসলে ব্যবহার করলে তার পিপাসার্থ হওযার আশঙ্কা থাকে তবে সে তায়াম্মুম করবে এবং পান করার জন্য পানি রেখে দেবে।" [আল-মুগনী] এছাড়া মুসাফির ব্যক্তির আশেপাশে পানি থাকলেও যদি তা ব্যবহার করতে গেলে কাফেলা (বর্তমানে বাস, ট্রেন ইত্যাদি যানবাহন) থেকে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে বা সঙ্গি সাথিদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাড়ায় তবে সে তায়াম্মুম করতে পারে। আল কাসানী উল্লেক করেন, (مَا لَا يَضُرُّ بِنَفْسِهِ، وَرُفْقَتِهِ بِالِانْتِظَارِ) "মুসাফির ব্যক্তি পানি খোজে ততদুর পর্যন্ত যাবে যাতে তার

নিজের ক্ষতি না হয় এবং সঙ্গি সাথীদের অপেক্ষা করা কষ্টকর না হয়।" [বাদায়ী] ইবনে রুশদ বলেন, (فَأَمَّا الْمَرِيضُ الَّذِي يَجِدُ الْمَاءَ وَيَخَافُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهُ) "যে ব্যক্তি পানি পায় কিন্তু রোগাগ্রস্ত হওয়ার কারনে তা ব্যাবহার করতে পারে না জুমহুর আলেম বলেছেন সে তায়াম্মুম করবে।" [বিদায়াতুল মুজতাহিদ] এই আলোচনার মাধ্যমে পানি না পাওয়া বলতে কি বোঝায় সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়। এক কাথায় বলা যায় আদৌ পানি না পেলে বা পানি পাওয়া সত্বেও কোনো কারনে তা ব্যবহার করতে সক্ষম না হলে তায়াম্মুম করা যাবে। মহান আল্লাহর বানী (فَلَمْ تَجِدُوا مَاء) "যদি পানি না পাও" এই অংশের ব্যাখ্যায় বলেন, (فلم تتمكنوا من استعماله، إذ الممنوع عنه كالمفقود) "যদি তোমারা পানি ব্যাবহার করতে সক্ষম না হও। যেহেতু ব্যাবহার করতে অক্ষম হওয়া না পাওয়ারই সমতুল্য।" [তাফসীরে বায়দাবী] বোঝা যাচ্ছে পানি না পাওয়ার ব্যপারটি কেবল না পাওয়া নয়, বরং এমন সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা না পাওয়ারই মতো। নিচে ঐ সব অবস্থায় বর্ননা দেওয়া হলো।

ক) পানি থেকে দূরে থাকা

মুসনাদে আহমাদে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে এসেছে আবু যার ﵁ বলেন, (إِنِّي كُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ، فَلَبِثْتُ أَيَّامًا أَتَيَمَّمُ) "আমি পানি থেকে আড়াল থাকতাম। এ অবস্থায় আমার জানাবাত হতো। এ অবস্থায় কিছুদিন আমি তায়াম্মুম করেছি। হাদীসে উল্লেখিত (أعزب) তথা "আড়াল থাকতাম" এর ব্যাখ্যায় ইবনুল আছীর বলেন, (أَيْ أَبْعِد) "অর্থাৎ পানি থেকে দূরে থাকতাম"। [নিহায়া] চিন্তা করলে দেখা যাবে পানি না পাওয়া বলতে আসলে পানি থেকে দূরে থাকায় বোঝায়। কোনো একটি স্থানে পানি শূন্যতা বলতে আসলে বোঝায় ঐ স্থানটি পানির উৎস থেকে বেশ দূরে হওয়া। যেহেতু দূরে-কাছে কোথাও কোনো পানি নেই এমন কখনই ঘটে না। চাঁদ বা মঙ্গলের মতো সম্পূর্ণ পৃথিবীটাই পানিশূন্যে গ্রহে পরিণত হতে পারে না। অতএব পানি না পাওয়া বলতে কোথাও কোনো পানি নেই এমন ঘটা উদ্দেশ্য নয় বরং কোনো স্থান সাপেক্ষে পানি বেশ দূরে হওয়াটাই এখানে উদ্দেশ্য। তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য পানি দূরে থাকাটাই শর্ত। পানি নিকটে থাকলে তায়াম্মুম বৈধ হবে না। বিপরীতে এটাও নিশ্চিত যে, পানি সব

সময় মানুষের চোখের সামনে বা হাতের নাগালে থাকে না। যেহেতু মানুষ সদা-সর্বদা পানি হাতে করে ঘুরে বেড়ায় না বা পানির নিকট বসেও থাকে না। পুর্ব যুগের হ্রদ, কুপ বা নদী-নালা বা বর্তমান যুগে নলকুপ বা পানির ট্যাপ ইত্যাদি যে উৎসের কথাই বলা হোক সদা-সর্বদা তা হাতের নাগালের মধ্যে থাকে না। বরং সাধারন নিয়ম হলো কাছাকাছির মধ্যে পানির কোনো উৎস থাকে। প্রয়োজনের সময় মানুষ সেখান থেকে পানি গ্রহণ করে। এতে কম-বেশি কিছুটা পথ হাটা-হাটি এবং কিছুটা পরিশ্রমের প্রয়োজন অবশ্যই হয়। বলাবাহুল্য যে, এতটুকু দূরুত্ব তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় এক্ষেত্রে পানি নেই এমনও বলা যায় না। বরং এক্ষেত্রে পানি নিকটে থাকার কারণে পানি আছে বলেই গন্য। এতটুকু দূরুত্বকে দূরুত্ব হিসেবে গণ্য করলে সারাজীবনই তায়াম্মুম করা যেতো। ঘরের মধ্যে বসে হাতের কাছে পানি নেই এমন অজুহাতে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়া বৈধ হতো। সাধারন বুদ্ধিতেই এমন চিন্তাধারা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। অতএব বলা যায়, পানি থাকা বলতে তিনটি বিষয়কে বোঝায়,

ক) চোখের সামনে বা একেবারে হাতের নাগালে পানি থাকা।

খ) একেবারে হাতের নাগালে নয় তবে নিকটবর্তী দূরুত্বে পানি থাকা।

গ) বেশ দূরে পানি থাকা।

সকল আলেম একমত যে, প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ নয়। যেহেতু এদুটি অবস্থাকে পানিবিহীন অবস্থা বলা যায় না। কারণ, এক্ষেত্রে পানি একেবারে চোখের সামনে রয়েছে বা এমন নিকটবর্তী দুরুত্বে রয়েছে যাতে সহজেই পানি সংগ্রহ করা যায়। অতএব তায়াম্মুমের কোনো জরুরত নেই। তারা বলেছেন, তায়াম্মুম কেবল তখন বৈধ হবে যখন পানি এমন দূরে থাকবে যেখান থেকে পানি সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়ে দাড়ায়। ইবনে কুদামা বলেন, (مَنْ انْقَطَعَ الْمَاءُ فِي قَرْيَتِهِ، وَاحْتَاجَ إِلَى اسْتِقَاءِ الْمَاءِ مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، فَلَهُ التَّيَمُّمُ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ) "যার এলাকায় পানি আসা বন্ধ হয়ে গেছে এবং বহু দূর থেকে পানি আনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়তে পারবে। পরে (পানি পেলে) তাকে পুনরায় নামাজ পড়ারও প্রয়োজন নেই। পরে তিনি বলেছেন,

যেহেতু এই ব্যাক্তি পানিশূন্য অবস্থায়ই রয়েছে অতএব, তার অবস্থা (পানি না পাওয়া) মুসাফিরের মতোই। [আল-মুগনী]

এখন প্রশ্ন হলো, এই দূরত্বের পরিমাণ কতটুকু? চার মাজহাবের ফোকাহায়ে কিরাম বিভিন্নভাবে এই দূরুত্ব নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে তারা নানা রকম দ্বিমতও করেছেন। বিভিন্ন মাজহাবে দুরুত্বের সীমারেখা হিসেবে এক্ষেত্রে এক বা দেড় থেকে শুরু করে দুই বা তিন মাইল পর্যন্ত নির্ধারন করা হয়েছে। এসব সীমারেখা নির্ধারনের ক্ষেত্রে তাদের মূল যুক্তি হলো, মানুষের নিকট অত্যাধিক কষ্টকর মনে হওয়া। হানাফী মাজহাবে দুরুত্বের সীমা হলো এক মাইল। এর স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে আল-কাসানী বলেন, (وَلَا حَرَجَ فِيمَا دُونَ المِيلِ فَأَمَّا المِيلُ فَصَاعِدًا، فَلَا يَخْلُو عَنْ حَرَجٍ) "যেহেতু এক মাইলের কম দুরুত্ব অতিক্রম করা কষ্টকর নয় আর তার বেশি হলে কষ্টকর হয়ে যায়। [বাদায়ী] তায়াম্মুমের আয়াতের শেষে উল্লেখিত কথা থেকে তিনি এ বিষয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) "আল্লাহ তোমাদের উপর কষ্টকর বিধান আরোপ করতে চান না বরং তোমাদের পবিত্র করতে চান"। [মায়েদা/৬] এ থেকে প্রমাণিত হয় হারাজ (حرج) তথা অথ্যাধিক কষ্ট নিবারন করার জন্যই তায়াম্মুমের বিধান দেওয়া হয়েছে। তাই য তটুকু দুরুত্ব অতিক্রম করা অত্যাধিক কষ্টকর তা পার হয়ে পানি হাসিল করা আলেমরা আবশ্যক মনে করেননি। তবে দুরুত্বের সঠিক পরিমান নির্ধারনের ক্ষেত্রে তারা দ্বিমত করেছেন। যার নিকট যতটুকু দুরুত্বকে অধিক কষ্টকর মনে হয়েছে তিনি সেটাই দুরুত্বের সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় নির্দিষ্ট একটি দুরুত্বকে সীমারেখা হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যেহেতু যুবক-বৃদ্ধ, দূর্বল-সবল, সুস্থ-অসুস্থ সকল মানুষের পক্ষে একই দুরুত্ব অতিক্রম করা সমান কষ্টসাধ্য নয় একইভাবে রাস্তা খারাপ নাকি ভাল, সাথে যানবাহন আছি কি নেই এর উপরও বিষয়টি নির্ভর করে। অতএব সঠিক কথা হলো, এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি দুরুত্ব বেধে না দিয়ে বিষয়টিকে সাধারনের চিন্তার উপর ছেড়ে দেওয়া। সে হিসেবে মানুষের মাঝে যতটুকু দুরুত্ব নিকটবর্তী হওয়ার কারণে কম কষ্টকর মনে হয় তাতে

তায়াম্মুম করা বৈধ হবে না কিন্তু যতটুকু দুরুত্ব তাদের নিকট দূরবর্তী ও কষ্টকর মনে হয় তাতে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে। হাম্বালী মাজহাবের ফিকাহ গ্রন্থ আল-ইনসাফে বলেন, (الْقَرِيبُ: مَا عُدَّ قَرِيبًا عُرْفًا عَلَى الصَّحِيحِ) "সঠিক মত হলো, সাধারনভাবে যতটুকু দূরুত্বকে নিকটবর্তী বলে মনে করা হয় সেটাই নিকট হিসেবে গণ্য। এই মতটিই সঠিক আর আল্লাহই ভাল জানেন। অনেকে এক্ষেত্রে মুসাফির ও মুকীমের মাঝে পার্থক্য করেছেন, আল-কাসানী বলেন, (وَأَنَّهُ لَيْسَ بِسَدِيدٍ، لِأَنَّ مَا لَهُ ثَبَتَ الْجَوَازُ، وَهُوَ دَفْعُ الْحَرَجِ لَا يُفْصَلُ بَيْنَ الْمُسَافِرِ، وَغَيْرِهِ) "এটা সঠিক নয় যেহেতু কষ্ট নিবারনের জন্যই তায়াম্মুম বৈধ করা হয়েছে আর সে ব্যাপারে মুসাফির বা অন্যদের ব্যাপার একই। [বাদায়ী]

- পানির জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই

এখন যদি এমন হয় যে, পানি দূরে রয়েছে ঠিকই কিন্তু অপেক্ষা করলে তা নিকটবর্তী হয়ে যাবে বা কেউ বয়ে এনে দেবে তবে কি অপেক্ষা করা বাধ্যতামুলক হবে এব্যাপারে আলেমরা দ্বিমত করেছেন। মুসাফিরের ক্ষেত্রে প্রায় সকল আলেম একমত হয়েছেন যে, তার উপর পানির জন্য অপেক্ষা করা আবশ্যক নয়। ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়া যাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সত্বেও প্রথম ওয়াক্তে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা তার জন্য শুদ্ধ হবে। (وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْوَقْتِ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْضًا إعَادَةٌ) "যদিও সে ওয়াক্তের মধ্যে পানি পেয়ে যায়।" [আল-মুগনী] সুনানে আবু দাউদে গ্রহনযোগ্য সনদে বর্নিত আছে দুইজন ব্যক্তি সফরে পানি না পেয়ে সালাত আদায় করে। পরে ওয়াক্ত থাকতে পানি পেলে তাদের একজন ওযু করে পুনরায় নামায আদায় করে আর অন্যজন বিরত থাকে। হাদীসে এসেছে যে পুনরয নামায আদায় করে নি তাকে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ) "তুমি সঠিক করেছো। আর তোমার নামায হয়ে গেছে।" আর যে পুনরায় নামায আদায় করেছিলো রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, (لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ) "তোমার দ্বিগুন সওয়াব হবে।" এ হাদীসে প্রমান করে, ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও প্রথম ওয়াক্তেই নামায আদায় করা যায়। ইমাম শাফেয়ী বলেন, (فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَلَا يَنْتَظِرَ آخِرَ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنْ يَتَيَمَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَعْوَزَهُ الْمَاءُ وَهُوَ إِذَا صَلَّى حِينَئِذٍ أَجْزَأَ عَنْهُ) "যখন নামাযের ওয়াক্ত

হয়ে যায় তখনই পানি না পেলে তায়াম্মুম করা বৈধ হয়। শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু আল্লাহর কিতাবে নামাযে দাঁড়ানোর সময় পানি না পেলে তায়াম্মুম করার প্রমান রয়েছে। (মায়েদা/৬) তখন নামায পড়লেই তা আদায় হয়ে যাবে।” [আল উম] অনেকে এ ক্ষেত্রে মুসাফির ও মুকিমের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। মুকিমের জন্য ওযাক্তের মধ্যে পানি পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তায়াম্মুম করা তারা বৈধ বলেন নি। তবে উপরে আমরা বলেছি, তায়াম্মুমের বিধানে মুসাফির ও মুকিমের কোনো পার্থক্য নেই। তাছাড়া ইবনে উমর থেকে সহীহ সনদে বর্নিত আছে, তিনি জুরুফ (মদিনা থেকে তিন মাইল দুরে অবস্থিত) নামক এলাকা থেকে ফিরে আসার সময় মিরবাদ (মদীনা থেকে এক মাইল দুরে অবস্থিত) নামক এলাকাতে তায়াম্মুম করে আছরের নামায আদায় করেন। হাদীসের শেসে বলা হযেছে, (ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ) “পরে সূর্য বেশ উপরে থাকা অবস্থায় মদিনায় ফিরে প্রবেশ করেন কিন্তু পুনরায় নামায আদায় করেননি।” [মুসনাদে শাফেয়ী]

ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেন, জুরুফ এলাকা মদিনা থেকে তিন মাইল দুরে অবস্থিত আর মিরবাদ এলাকা মদীনা থেকে এক মাইল দুরে অবস্থিত। তিনি আরও বলেন, (وَهَذَا يدل على أن بن عُمَرَ كَانَ يَرَى جَوَازَ التَّيَمُّمِ لِلْحَاضِرِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُسَمَّى سَفَرًا) “এটা প্রমান করে ইবনে উমর মুকিম ব্যক্তির জণ্য তায়াম্মুম করা বৈধ মনে করতেন। যেহেতু এতটুকু দুরত্ব (তিন মাইল) অতিক্রম করা সফর হিসেবে গন্য নয়।” [ফাতহুল বারী] এ হাদীস থেকে অনেকে প্রমান করেছেন, মুকিম ব্যক্তিও পানি না পেলে প্রথম ওয়াক্তেই নামায আদায় করতে পারে। যদিও এমন সম্ভবনা থাকে যে ওযাক্তের শেসে পানি পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে পানি পেলেও তাকে পুনরায় সলাত আদায় করতে হবে না। বিষয়টা মুসাফির অবস্থায় কসরের সলাত আদায় করার মত। মুসাফির ব্যাক্ত সফর থেকে ফেরার সময়ওয়াক্ত থাকতে এলাকায পৌছানো যাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সত্বেও এলাকায় পোছানোর আগেই নামায পড়ে নিতে পারে। এলাকায় পৌছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার উপর বাধ্যতামুলক নয়। তায়াম্মুমের বিষয়টিও অনুরুপ।

- সতর্কতার জন্য সাথে পানি বহন করা উত্তম তবে আবশ্যিক নয়।

মাওয়াহিবুল জালীলে বলেন, (جَوَازُ سَفَرِ التَّجْرِ وَالرَّعْيِ حَيْثُ يَتَيَقَّنُ عَدَمَ الْمَاءِ) "ব্যাবসা পশু চরানো ইত্যাদি কাজে এমন স্থানে গমন করা বৈধ যেখানে পানি না থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান রয়েছে। এমতাবস্থায় সম্ভব হলে পানি সাথে নেওয়া আবশ্যিক কিনা সে ব্যাপারে আলেমরা দ্বিমত করেছেন। এই দ্বিমত উল্লেখের পর মাওয়াহিবুল জালিলে বলেন, (وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ) "এটা আবশ্যিক না হওয়ার বিষয়টিই অধিক স্পস্ট"। এক্ষেত্রে পানি বহন করা কষ্টকর হলে তা আবশ্যক না হওয়ার বিষয়টি আরো পরিষ্কার। ইবনু কুদামা আল-মুগনীতে বলেন,

وَمَنْ خَرَجَ مِنْ الْمِصْرِ إلَى أَرْضٍ مِنْ أَعْمَالِهِ لِحَاجَةٍ، كَالْحَرَّاثِ، وَالْحِصَادِ، وَالْحَطَّابِ، وَالصَّيَّادِ، وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ حَمْلُ الْمَاءِ مَعَهُ لِوُضُوئِهِ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَا مَاءَ مَعَهُ، وَلَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ لِيَتَوَضَّأَ إلَّا بِتَفْوِيتِ حَاجَتِهِ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ

চাষী, কাঠুরিয়া, (মাছ বা অন্য কোনো জন্তু) শিকারী ইত্যাদি যারা কোনো কাজে এলাকা থেকে (বন জঙ্গল বা মা-ঘটে) বের হয় তার জন্য সাথে পানি বহন করা সম্ভব না হলে আবার ওজু করার জন্য এলাকায় ফিরে আসলে কাজের ব্যাঘাত ঘটবে এমন হলে যদি আশে-পাশে পানি না থাকা অবস্থায় নামাজের সময় হাজির হয়ে যায় তবে সে তায়াম্মুম করে সলাত আদায় করতে পারে। পরে (পানি পেলেও) তাকে পুনরায় সলাত আদায় করা লাগবে না।

- পানিবিহীন অবস্থায় সতর্কতার জন্য সহবাস থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন নেই

সফরে পানি না পেলে অনেক আলেম সতর্কতার জন্য স্ত্রী সহবাস থেকে দূরে থাকার কথা বলেছেন। ইবনে কুদামা বলেন, (وَالْأَوْلَى جَوَازُ إصَابَتِهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ) সঠিক মত হলো, স্ত্রী সহবাস করা পুরোপুরি বৈধ মোটেও অপছন্দনীয় নয়। [আল-মুগনী] পরে তিনি এবিষয়ে দলীল দিয়ে বলেন, আবু জার ﵁ এর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, (إنِّي أَعْزُبُ عَنْ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي، فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ) "আমি পানি থেকে দূরে থাকতাম আর আমার সাথে স্ত্রী থাকতো। এমতাবস্থায় (স্ত্রী সহবাসের কারণে) আমার জানাবাত হতো। রসুলুল্লাহ ﷺ এসব শুনে তাকে বলেন, পানি না পেলে মাটি দ্বারাই পবিত্রতা হাসিল করা

যায়। [আবু দউদ, মুসনাদে আহমাদ] এছাড়া ইবনে আবি শায়বা সহীহ সনদে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস সফরে থাকা অবস্থায় তার এক দাসীর সাথে মিলিত হলেন এবং সঙ্গীদের বললেন, তোমাদের কাছে কি পানি আছে? তারা না বললে তিনি বললেন, (إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ) "আমি এটা জানতাম"। পরি তিনি তায়াম্মুম করেন।

- সর্বাবস্থায় পানি তালাশ করা আবশ্যক নয়

কোরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে, পানি না পেলে তায়াম্মুম করতে। উপরে আমরা বলেছি, এক্ষেত্রে চোখের সামনে বা হাতের নাগালে পানি না পাওয়ায় যথেষ্ট নয়। বরং নিকটবর্তী দুরত্বে পানি থাকলেও তা সংগ্রহ করে ওযু করা আবশ্যক। অর্থাৎ নিকটবর্তী দুরত্বে পানি থাকলেও তায়াম্মুম করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হলো, নিকটবর্তী দুরত্বে পানি আছে কিনা সে টা কিভাবে জানা যাবে। কোনো নতুন এলাকায় গিয়ে চোখের সামনে পানি দেখতে না পেলেই কি তায়াম্মুম করা বৈধ হবে নাকি খোজ খবর করে দেখতে হবে? এ ব্যাপারে আলেমদের চারটি মত রয়েছে।

এক. ইমাম আহমাদ থেকে একটি বর্ননায় এসেছে, (لا يشترط الطلب) "তালাশ করা শর্ত নয়।" যেহেতু (وَلِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَرِيبًا مِنْهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ طَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ) "নিকটবর্তী দুরত্বে পানি আছে বলে তার জানা নেই অতএব তার অবস্থা তালাশ করার পর যে পানি পায় না তারই মত।" [মুগনী] অর্থাৎ তালাশ করার পরও পানি নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু আশেপাশের সকল এলাকায় চিরনী তল্লাশী করা অসম্ভব ও কষ্ট সাধ্য বিষয়। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক পর্যায়ে খোজখবরই করা সম্ভব। এর মাধ্যমে ঐ এলাকায় আদৌ পানি নেই এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বড়জোড় বলা যায়, পানি আছে বলে আমি জানি না। আর এই না জানাটাই তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। একারনে যথাসম্বব তালাশ শেষে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করার পর যদি দেখা যায় পাশেই কোনো ঝোপের আড়ালে পানি ছিলো তবে নামায হয়ে যাবে। এটা প্রামান করে তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য পানি না থাকা শর্ত নয় বরং পানি আছে কিনা এটা জানা না থাকা শর্ত। আর তালাশ করার আগেও সে একথা বলতে পারতো যে এখানে পানি আছে বলে আমি জানি না। আবার তালাশ করার পরও এতটুকু জ্ঞানই

হাসিল হচ্ছে। তাই উভয় অবস্থা সমান। চিন্তা করলে দেখা যাবে এই যুক্তি পুরোপুরী সঠিক নয়। যেহেতু (وَلَا يَثْبُتُ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِدٍ إِلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ) "তালাশ করার পুর্বে না পাওয়ার দাবী প্রমানীত হয় না।" [মুগনী] অর্থাৎ কেবল সাধ্যমত তালাশ করার পরই পানি না পাওয়া বা পানি আছে কিনা তা না জানার দাবী করা যৌক্তিক ও গ্রহনযোগ্য হয়। আর কোনোরুপ তালাশ না করেই এমন দাবী করা হাস্যকর ও অযৌক্তিক হয়ে যায়। তাই তা গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। অতএব উভয় না জানাকে এক করে দেখার সুযোগ নেই

দুই. ইমাম আহমাদ থেকে প্রশিদ্ধ বর্ননা ও হাম্বলী মাযহাবে গ্রহনযোগ্য মত হলো, তায়াম্মুমের পুর্বে গোজ খরব করা আবশ্যিক। যদিও সে নিশ্চিত হয় যে, নিকটবর্তী দুরত্বে পানি নেই। এমনকি যদি কেউ একই স্থানে একাধিত সলাত আদায় করে তাদের মতে প্রতি সলাতের আগে তায়াম্মুম করতে হবে আর তায়াম্মুমের আগে খোজ খবরও করতে হবে। অর্থাৎ একই স্থানে একাধিক বার তালাশ করার পর পানি নেই এব্যপারে নিশ্চিত হওয়ার পরও আবার তায়াম্মুম করার আগে নতুর ভাবে তালাশ করতে হবে। মালেকী মাযহবের মতও এমন। যেকোনো ভাবে পানি নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াই তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট এ কথা বলার পর ইবনে রুশদ বলেন, (وَلِذَلِكَ يَضْعُفُ الْقَوْلُ بِتَكَرَارِ الطَّلَبِ الَّذِي فِي الْمَذْهَبِ فِي الْمَكَانِ الْوَاحِدِ بِعَيْنِهِ) "এ কারনে (মালেকি) মাযহাবে একই স্থানে বারংবার তালাশ করার যে মত রয়েছে তা দুর্বল।" [বিদায়াতুল মুজতাহিদ] শাফেয়ী মাযহাবের মত হুবহু এমন না হলেও অনেক ক্ষেত্রে এর সাথে মিলে যায়। যেমন, নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে তালাশ করে থাকলে ওয়াক্ত হওয়ার পর আবার তালাশ করা বা তায়াম্মুম যে করবে তার নিকট অনুমতি গ্রহন না করে কেউ তালাশ করলে সে তালাশ গ্রহনযোগ্য না হওয়া ইত্যাদি। [রওদা] এসবই অযৌক্তিক। যেহেতু এখানে উদ্দেশ্য হলো পানি আছে কিনা তা জানা। অতএব এর জন্য সাধারণভাবে তালাশ করাই যথেষ্ট। নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়া বা অনুমতি গ্রহন করার সাথে এর আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

তিন. শাফেয়ী মাযহাবের মত হলো, যদি পানি না থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হয় তবে তালাশ করার প্রয়োজন নেই। আর যদি (أَنْ يَجُوزَ وُجُودُهُ تَجْوِيزًا بَعِيدًا، أَوْ قَرِيبًا، فَيَجِبُ)

(تَقْدِيمُ الطَّلَبِ قَطْعًا) "যদি পানি থাকার কম বা বেশি সম্ভাবনা থাকে তবে তায়াম্মুমের পুর্বে তালাশ করা আবশ্যিক হবে।" [রওদা]

চার. হানাফী মাযহাব মতে, (وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء) "তায়াম্মুম করার জন্য পানি তালাশ করা আবশ্যক নয় যদি না তার অন্তরে নিকটে পানি আছে এ ব্যপারে প্রকট সম্ভবনার সৃষ্টি হয়।" [হিদায়া] অর্থাৎ পানি পাওয়ার প্রকট সম্ভবনা থাকলে তালাশ না করে তায়াম্মুম করা যাবে না। কিন্তু বিশ্বস্ত ব্যক্তির খবরের মাধ্যমে বা পূর্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পানি নেই এমন সম্ভাবনা অধিক হলে তালাশ না করেই তায়াম্মুম করা বৈধ হবে। যেহেতু তালাশ করার মাধ্যমে পানি না থাকার ব্যপারে এমন সম্ভাবনারই সৃষ্টি হয়। শতবার তালাশ করেও পানি নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। যা এক্ষেত্রে তার পূর্ব থেকেই রয়েছে। মালেকী মাযহাবের আলেমদের একাংশের মত এমনই। মুখতাছারে খলীলে এসেছে, (لَا تَحَقُّقَ عَدَمِهِ) "পানি নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হলে তালাশ করার প্রয়োজন নেই।" (إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ) "যেহেতু এক্ষেত্রে তালাশ করার কোনো ফায়দা নেয়।" [মাওয়াহিবুল জালীল] ইবনে রশিদ বলেন, (يُرِيدُ بِالتَّحَقُّقِ غَلَبَةَ الظَّنِّ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ فِي الشَّرْعِيَّاتِ مَعْمُولٌ بِهِ، وَأَمَّا الْقَطْعُ بِالْعَدَمِ فَقَدْ لَا يُتَصَوَّرُ) "এখানে নিশ্চিত হওয়া বলতে অধিত সম্ভবনা বোঝানো হয়েছে। যেহেতু শরীয়তের বিধানে এ ধরনের সম্ভবনা গ্রহনযোগ্য আর পানি নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান হাসিল করা প্রায় অসম্ভব।" [মাওয়াহিবুল জালীল]

যুক্তি প্রমানের আলোকে চিন্তাভাবনা করলে দেখা যাবে, এই মতটিই সঠিক। অর্থাৎ তায়াম্মুম করার জণ্য শর্ত হলো পানি নেই এমন ধারনা সৃষ্টি হওয়া কখনও তালাশের মাধ্যমে আবার কখনও অভিজ্ঞতার আলোকে এমন ধারনা সৃষ্টি হতে পারে। অতএব সর্বাবস্থায় তালাশ করা আবশ্যক নয়।

- *ততটুকু তালাশ করবে যা কষ্টকর না হয়।*

এখন প্রশ্ন হলো যেখানে তালাশ করার কথা বলা হচ্ছে সেখানে তালাশ করতে হবে কতদূর? অনেকে বলেছেন, এক গলওয়া (غلوة) তথা ১৯২ মিটার। কেউ কেউ এক

মাইল পর্যন্ত বলেছেন। আল কাসানী বলেন, (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَطْلُبُ قَدْرَ مَا لَا يَضُرُّ بِنَفْسِهِ، وَرُفْقَتِهِ) "সঠিক মত হলো যতটুকু তালাশ করলে তার নিজের জণ্য বা তার সফর সঙ্গীদের জন্য কষ্টকর না হয় ততটুকু তালাশ করবে।" [বাদায়ী] মুখতা খলীল বলেন, () এই মতটিই সঠিক যেহেতু পূর্বে আমরা বলেছি কষ্টকর দূরত্বে পানি আছে এ বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান থাকা সত্বেও সেখানে গমন করা আবশ্যিক নয়। অতএব পানি আছে কিনা এমন সন্দেহের ভিত্তিতে অতিরিক্ত খোজাখুজী করার কষ্টকর দায়িত্ব অর্পন করা সঠিক হতে পারে না। ইমাম শাফায়ী বলেন, (وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدُورَ لِطَلَبِ الْمَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَضَرُّ عَلَيْهِ مِنْ إِتْيَانِهِ الْمَاءَ فِي الْمَوَاضِعِ الْبَعِيدَةِ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَحَدٍ) "পানির খোজে চারিদিকে ঘোরাফিরা করা আবশ্যক নয়। যেহেতু এটা পানির জন্য দুরবর্তী স্থানে গমন করা অপেক্ষা অধিক কষ্টকর। অথচ কারও মতেই এটা (দুরবর্তী স্থানে গমন করা) আবশ্যক নয়।" [নিহায়া] মুখতাছারে খলীলে এসেছে, (طلبا لا يشق به) "এমন পরিমান তালাশ করবে যা তার জন্য কষ্টকর না হয়।" (وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاس فَلَيْسَ الشَّيْخُ كَالشَّابِّ، وَلَا الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ وَلَا الضَّعِيفُ كَالْقَوِيِّ) "ব্যক্তিভেদে এটা বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেহেতু বৃদ্ধ ও যুবক, পুরুষ ও মহিলা, দুর্বল ও সবল এ ব্যপারে সমান নয়।" [মাওয়াহিবুল জালীল] (أَنْ يَتَوَهَّمَ وُجُودَهُ حَوَالَيْهِ فَلْيَتَرَدَّدْ إِلَى حَدٍّ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ، وَلَا مَشَقَّةٌ، وَلَا يَتَحَدَّدُ ذَلِكَ بِحَدٍّ إِذْ الشَّابُّ لَيْسَ كَالْمَرْأَةِ) "যদি আশেপাশে পানি আছে এমন মনে হয় তবে তার তালাশে ক্ষতিকর ও কষ্টকর না হয় এমন পরিমান হাটাহাটি করবে। এর নির্দিষ্ট কোনো সীমা নির্ধারণ করা যায় না। যেহেতু যুবক আর মহিলা সমান নয়।" [মাওয়াহিবুল জালীল] মোটকথা পানি আছে এমন সম্ভাবনা অধিক হলে কষ্টকর নয় এমন পর্যায়ের খোজাখুজি করা আবশ্যক। তবে কষ্টকর হয়ে যায় এতটা খোজাখুজির প্রয়োজন নেই।

খ) পানির নিকটে পৌছাতে না পারা

অনেক সময় এমন হয় যে, নিকটর্তী দুরুত্বে বা এমনকি চোখের সামনে পানি রয়েছে কিন্তু ভয়ভীতি বা ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকার কারণে সেই পানির নিকট পৌছানো যাচ্ছে

না। এটাও পানি না পাওয়া হিসেবেই গণ্য ফলে এই অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ। এটা আবার বিভিন্নরকম হতে পারে। যেমন,

- পানি আনার পথে চোর-ডাকাত, হিংস্র জন্তু বা অন্য যে কোনো ক্ষয়ক্ষতির ভয়

ইবনে কুদামা বলেন, (وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ سَبُعٌ، أَوْ عَدُوٌّ، أَوْ حَرِيقٌ، أَوْ لِصٌّ، فَهُوَ كَالْعَادِمِ) "যদি হিংস্র জন্তু, শত্রু, অগ্নিকান্ড, চোর ইত্যাদি পানি সংগ্রহের পথে বাধা হয়ে দাড়ায় তবে সেটা পানি না পাওয়ারই মতো। তিনি আরো বলেন, (وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ بِمَجْمَعِ الْفُسَّاقِ، تَخَافُ الْمَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْهُمْ، فَهِيَ عَادِمَتُهُ) "যদি পানি আনার পথে দুষ্টু লোকের আড্ডা থাকে ফলে কোনো মহিলা পানি আনতে গেলে অনিষ্ট হওয়ার ভয় করে তবে এটাও পানি না পাওয়ারই মতো। তিনি আরো বলেন, (بَلْ لَا يَحِلُّ لَهَا الْمُضِيُّ إلَى الْمَاءِ) "বরং তার জন্য এক্ষেত্রে পানি আনতে যাওয়া বৈধই নয়"। [আল-মুগনী] যে ব্যক্তি কোনো কারণ ছাড়াই অন্ধকারে ভয় পায় তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, (لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَتَوَضَّأَ) "তাকে ওজুই করতে হবে"। ইবনে কুদামা বলেন, (وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُبَاحَ لَهُ بِالتَّيَمُّمِ، وَيُعِيدُ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَشْتَدُّ خَوْفُهُ) "এমনও বলা যায় যে, যদি এই ব্যক্তি অতিরিক্ত ভয় পায় তবে সে তায়াম্মুম করে সলাত আদায় করবে কিন্তু পরে পুনরায় সলাত আদায় করে নেবে"। [আল-মুগনী] যদি কেউ পানির হ্রদ বা কুপ দেখতে পায় এবং কসরত করে সেখান থেকে পানি উত্তলোন করতে সক্ষম হয় তবে তার জন্য তা করা আবশ্যিক হবে। তবে (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْوُصُولُ إلَى مَائِهَا إلَّا بِمَشَقَّةٍ، أَوْ تَغْرِيرٍ بِالنَّفْسِ، فَهُوَ كَالْعَادِمِ) যদি সেখান থেকে পানি উত্তলোন করা ভীষণ কষ্টকর হয় বা জীবনের ঝুকি থাকে তবে তার অবস্থা পানি না পাওয়ারই মতো। [আল-মুগনী] তিনি আরো বলেন, (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْحَرَكَةِ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ الْمَاءَ، فَهُوَ كَالْعَادِمِ) "যদি কোনো ব্যক্তি রোগাগ্রস্থ হওয়ার কারণে চলাফিরা করতে না পারে (ফলে পানির নিকট পৌছাতে না পারে) আবার তাকে পানি বয়ে এনে দেওয়ার লোকও না থাকে তবে তার অবস্তা পানি না পাওয়ারই মতো। [আল-মুগনী]

- পানি আনতে গেলে নিজের বাড়ি-ঘর ও মাল-সামানা অরক্ষিত হওয়ার ভয়।

ইবনে কুদামা বলেন, (أو خاف على ماله إن تركه وذهب إلى الماء، فله التيمم لأنه خائف الضرر) "যদি এমন আশঙ্কা থাকে যে, নিজের মাল-সামানা ছেড়ে পানি আনতে গেলে তা চুরি হয়ে যাবে (আবার সেগুলো সাথে বয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়) তবে সে তায়াম্মুম করতে পারে। [আল-মুগনী]

- পানি কিনতে গেলে অতিরিক্ত সম্পদ নষ্ট হওয়া।

যদি কেউ স্বাভাবিক দামে পানি কিনতে পারে আর নিজের খরচ খরচার বাইরে অতিরিক্ত সম্পদ তার থাকে তবে তার উপর পানি ক্রয় করা আবশ্যক হবে। তবে (وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ كَثِيرَةً تُجْحِفُ بِمَالِهِ، لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاؤُهُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا) যদি পানির দাম স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত বেশি হয় যাতে তার অনেক সম্পদ বিনষ্ট হয় তবে তার উপর তা ক্রয় করা আবশ্যিক নয়। যেহেতু সেটা তার জন্য আর্থিকভাবে ক্ষতিকর। [আল-মুগনী] যেভাবে (كَمَا لَوْ خَافَ لِصًّا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ) "কোনো চোর ঐ পরিমাণ সম্পদ চুরি করবে এমন ভয় থাকলে" পানি আনতে যাওয়া তার উপর আবশ্যক হতো না। [আল-মুগনী]

গ) পানি ব্যবহার করতে না পারা

অনেক সময় এমন হয় পানি নিজের সংগ্রহের মধ্যেই রয়েছে কিন্তু ভিন্ন কোনো কারণে তা ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়টিও বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন,

- পানি ব্যবহার করলে পিপাসার্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকা

পূর্বে আমরা বলেছি এমন অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। ইবনে কুদামা বলেন, (قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ، وَخَشِيَ الْعَطَشَ، أَنَّهُ يُبْقِي مَاءَهُ لِلشُّرْبِ، وَيَتَيَمَّمُ) "ইবনে মুনজির বলেন, যে সব আলেমদের কথা আমার নিকট পৌছেছে তারা সবাই ইজমা করেছেন যে, মুসাফিরের সাথে যদি এমন পরিমান পানি থাকে যা অযু গোসলে ব্যবহার করলে

তার পিপাসার্থ হওযার আশঙ্কা থাকে তবে সে তায়াম্মুম করবে এবং পান করার জন্য পানি রেখে দেবে।" [আল-মুগনী] সুনানে দারে কুতনীতে গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত আছে, আলী ﷺ কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, (يَتَيَمَّمُ وَلَا يَغْتَسِلُ) "সে তায়াম্মুম করবে, গোসল করবে না"।

- পানি ব্যবহার করলে রোগাগ্রস্থ হওয়ার ভয় থাকা

সুনানে আবু দাউদে হাদীসে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, আমর ইবনুল আস ঠান্ডার রাতে জুনুবী অবস্থায় তায়াম্মুম করে সলাতে ইমামতি করেন। এ বিষয়ে রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমার ভয় হলো, এতো ঠান্ডায় গোসল করলে আমি মারা যাবো আর আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের ধ্বংস করো না"। হাদীসে এসেছে, (فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا) রসুলুল্লাহ ﷺ এটা শুনে হেসে ফেললেন আর কিছুই বললেন না। অন্য একটি হাসান হাদীসে এসেছে, একজন আহত ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করা যাবে কিনা জানতে চইলে একদল সাহাবা বললেন, (نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ) "যেহেতু পানি আছে তাই তোমার জন্য তায়াম্মুমের কোনো সুযোগ আছে বলে আমাদের মনে হয় না"। ফলে সে গোসল করলো এবং মারা গেলো। পরে এটা শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ) "তারাই তার হত্যাকারী। তারা যখন জানেই না তখন (নিজেরা ফতোয়া না দিয়ে) অন্যকে জিজ্ঞাসা করতো। যেহেতু অজ্ঞতার চিকিৎসাই হলো প্রশ্ন করা। [আবু দাউদ] এসব হাদীসের কারণে সামান্য দ্বিমত ছাড়া প্রায় সকল আলেম একমত হয়েছেন যে, মৃত্যুবরণ বা কোনো অঙ্গহানী হওয়ার ভয় থাকলে তায়াম্মুম করা যায়। ইমাম কুরতুবী বলেন, (فَهَذَا يَتَيَمَّمُ بِإِجْمَاعٍ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ أَنَّهُ يَتَطَهَّرُ وَإِنْ مَاتَ وَهَذَا مَرْدُودٌ) "এমন ব্যক্তি তায়াম্মুম করবে এ ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছৈ কেব হাসান ও আতা থকে বর্ণিত আছে মারা গেলেও তায়াম্মুম করতে হবে। এটা ভ্রান্ত মত।" [তাফসীরে কুরতুবী]

তবে অন্যান্য রোগ-বালাই ও অসুস্থতার আশঙ্কায় তায়াম্মুম করা যায় কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত আছে। তায়াম্মুমের আয়াতে রাগাগ্রস্থ হওয়ার বিষয়টিকে তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার

পৃথক একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একারণে কোনো কোনো আলেম থেকে বর্ণিত আছে, (إِبَاحَةُ التَّيَمُّمِ لِلْمَرِيضِ مُطْلَقًا) "যে কোনো রোগের কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ। [আল-মুগনী] তবে তায়াম্মুমের আয়াতের শেষে, পানি না পেলে তায়াম্মুমর করার কথা বলা হযেছে। আমরা বলেছি এই কথাটি, সফর, রোগাগ্রস্থ হওয়া, জুনুবী বা হাদাস অবস্থায় থাকা ইত্যাদি সকল ব্যাপারের সাথেই যুক্ত। যদিও একেক স্থানে পানি না পাওয়া অর্থ একেক রকম। য়েমনটি আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। একারণে সফরে গেলেই তায়াম্মুম বৈধ হয়নি যতক্ষণ না পানির সংকট দেখা দেয়। বা যে কোনো কারনে পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হয়। একইভাবে রোগ বালাই হলেই তায়াম্মুম করা বৈধ হবে না যদি না এমন রোগ হয় যার কারণে পানির নিকট পৌঁছাতে বাধার সৃষ্টি হয় বা পানি ব্যবহারে ক্ষয়ক্ষতির ভয় হয়। কোনো কোনো আলেম থেকে বর্ণিত আছে মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে তায়াম্মুম করা বৈধ। এছাড়া অন্য কোনো কারণে তায়াম্মুম কা যাবে না। তবে চার মাজহাবের আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো, ঐ রোগের কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ যাতে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা আছে। ইবনে কুদামা বলেন, (أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ إِذَا خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ، أَوْ تَبَاطُؤَ الْبُرْءِ، أَوْ خَافَ شَيْئًا فَاحِشًا، أَوْ أَلَمًا غَيْرَ مُحْتَمَلٍ) "যদি কেউ আশঙ্কা করে (ওজু বা গোসল করলে) রোগ বৃদ্ধি পাবে বা সারতে দেরি হবে বা মারাত্মক সমস্যা ও অসহ্য যন্ত্রনার কারণ হবে তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। [আল-মুগনী] পরে তিনি বলেন, (وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِعُمُومِ قَوْلِه تَعَالَى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى) "এটাই সঠিক মত যেহেতু আয়াতে আমভাবে বলা হয়েছে যদি তোমরা রোগাগ্রস্থ হও (তবে তায়াম্মুম করতে পারো)। [আল-মুগনী]

হাম্বালী ও শাফেয়ী মাজহাবের আলেমরা এক্ষেত্রে অধিক সমস্যা, মারাত্মক যন্ত্রণা ইত্যাদি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন কিন্তু মালেকী মাজহাবের আলেমরা কম-বেশি যে কোনো প্রকার সমস্যা ঘটলে বা ঘটার আশঙ্কা থাকলে তায়াম্মুম করা বৈধ বলেছেন। মাওয়াহিবুল জালীলে উল্লেখ করেন, (إِنْ خَافَ الصَّحِيحُ نَزْلَةً، أَوْ حُمَّى فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ) সুস্থ ব্যক্তি যদি মাথা ব্যাথা বা জ্বর-জ্বালার ভয় করে (তায়াম্মুম করতে পারে) যেহেতু এটা স্পষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হিসেবেই গণ্য। তায়াম্মুমের বিধানে শারিরিক ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির

ব্যাপারে যতটা ছাড় দেওয়া হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য রাখলে এই মতটিই অধিক সঠিক বলে গণ্য হয়। যেহেতু সামান্য পরিমাণ সম্পদ চুরি হয়ে যাওয়ার ভয়ে পানির খোঁজে বের না হয়ে তায়াম্মুম করা বৈধ করা হয়েছে। আর জানা কথা যে, জ্বর-জ্বালা বা মাথা ব্যাথার মতো ছোটো-খাটো রোগ হলেও অনেক সময় এসব রোগ বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয় ফলে তার চিকিৎসার পিছনে বেশ কিছু টাকা-কড়ি খরচা হয়ে যায় এবং কয়েকদিন কাজ-কর্ম বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে হয়। এমনকি এসব রোগকে অবহেলা করলে অনেক সময় এ থেকে অধিক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। অতএব, একবাক্যে এসব রোগকে ছোটোখাটো মনে করার সুযোগ নেই। একারণে ইবনে আরাবী অবাক হয়ে বলেন, (لَوْ زَادَ الْمَاءُ عَلَى قِيمَتِهِ حَبَّةً لَمْ يَلْزَمْ شِرَاؤُهُ صِيَانَةً لِلْمَالِ؛ وَيَلْزَمُهُ التَّيَمُّمُ، وَهُوَ يَخَافُ عَلَى بَدَنِهِ الْمَرَضَ) "পানির দাম স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য পরিমাণ বেশি হলে তা ক্রয় করা আবশ্যিক নয় বরং তায়াম্মুম করবে। আর রোগের আশঙ্কা থাকলে তা হবে না!" অতএব, পানি ব্যবহার করে যে কোনো ধরনের রোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকলে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে। ইবনে আরাবী বলেন, (الْمَرَضُ عِبَارَةٌ عَنْ خُرُوجِ الْبَدَنِ عَنْ الِاعْتِدَالِ وَالِاعْتِيَادِ إلَى الِاعْوِجَاجِ وَالشُّذُوذِ؛ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: يَسِيرٌ وَكَثِيرٌ) "রোগ বলতে বোঝায় শরীর স্বাভাবিক ও সাধঅরন অবস্থা থেকে বক্রতা ও ব্যতিক্রম অবস্থা দিকে চলে যাওয়া। এটা আবার দুরকম হয়, বেশি আর কম"। পরে তিনি বলেন, (وَمُطْلَقُ اللَّفْظِ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ لِكُلِّ مَرِيضٍ إذَا خَافَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ وَتَأَذِّيهِ بِالْمَاءِ) কুরআনের বক্তব্যের ব্যাপক অর্থের কারণে পানি ব্যবহার করলে ক্ষতির আশঙ্কা আছে এমন যে কোনো রোগীর জন্য তায়াম্মুম বৈধ প্রমাণিত হয়। তিনি আরো বলেন, (فَكَمَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ خَوْفُ التَّلَفِ كَذَلِكَ يُبِيحُهُ لَهُ خَوْفُ الْمَرَضِ؛ فَإِنَّ الْمَرَضَ مَحْذُورٌ، كَمَا أَنَّ التَّلَفَ مَحْذُورٌ) "জীবন বা অংঙ্গপ্রত্যঙ্গ নষ্ট হওয়ার ভয় যেভাবে তায়াম্মুম করা বৈধ করে রোগের আশঙ্কাও তেমনি তায়াম্মুম করা বৈধ করে। যেহেতু জীবন বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনষ্ট হওয়া যেমন বাঞ্চনীয় নয় রোগ-বালাইও বাঞ্চনীয় নয়। [আহকামুল কুরআন]

তবে যদি কোনো রোগের ভয় না থাকে বরং কেবল পানি ঠান্ডা হওয়া বা অন্য কোনো কারণে ওজু গোসল করা কষ্টকর হয়ে দাড়ায় তবে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে না।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ) তথা কষ্টকর সময়ে ওজু করার ফজিলাত রিবাত (رباط) তথা আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়ার মতো। [মুসলিম] তাছাড়া বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে আবু মুসা আল-আশয়ারী رضي الله عنه ও ইবনে মাসউদ رضي الله عنه জুনুবী অবস্থায় তায়াম্মুম করা সম্পর্কে বিতর্ক করেন। আবু মুসা আল-আশয়ারী رضي الله عنه এ অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করলে ইবনে মাসউদ رضي الله عنه সেগুলোর কোনো উত্তর দিতে না পেরে শেষে বলেন, (لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ) "যদি আমরা তাদের তায়াম্মুমের সুযোগ দিই তবে এমন হতে পারে যে, পানি একটু ঠান্ডা মনে হলেই তা পরিত্যাগ করে তায়াম্মুম করবে।" এ থেকে বোঝা যায় রোগের ভয় না থাকলে কেবল ঠান্ডার ভয়ে তায়াম্মুম না করার ব্যাপারটি সর্বসম্মত ছিলো। মাওয়াহিবুল জালীলে রোগের আশঙ্কা ছাড়াই কেবল কষ্টকর হওয়ার কারনে তায়াম্মুম না করার বিষয়ে বলেন, (وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي خَوْفِ الْمَرَضِ) "এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। দ্বিমত কেবল তখন যখন রোগের ভয় করা।"

৩) নামাজ ফওত হওয়ার ভয়ে তায়াম্মুম বৈধ হয় না।

পানি যার নিকটে রয়েছে এবং সে তা ব্যবহার করতে সক্ষম তবে তাকে পানি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করতে হবে যদিও (وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ) "সে নামাজ ফওত হওয়ার আশঙ্কা করে"। [আল-মুগনী] ইমাম নাব্বী বলেন, (وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَضِيقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ أَنْ يَتَّسِعَ وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ وَغَيْرِهِمَا هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ) "এক্ষেত্রে নামাজে সময় আছে কি নেই তা বিবেচনা করা হবে না। একইভাবে জানাযা, ঈদ বা অন্য কোনো নামাজের ব্যাপারে পৃথক কোনো বিধান নেই। এটাই আমাদের মাজহাব ও জমহুর আলেমের মাজহাব।" [শারহে মুসলিম]

এবিষয়ে মালেকী মাজহাবের মশহুর মত হলো, নামাজ পানি আনতে গেলে বা ব্যবহার করতে গেলে নামাজ ফওত হওয়ার ভয় হয় তবে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবে। মাওয়াহিবুল জালিলে বলেন, (وَمَنْ خَافَ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ إِنْ رَفَعَ الْمَاءَ مِنْ الْبِئْرِ ذَهَبَ الْوَقْتُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ) "মুসাফির বা মুকীম অবস্তায় কেউ যদি এমন আশঙ্কা

করে যে কুয়ো থেকে পানি তুলতে গেলে নামাজের ওয়াক্ত ফওত হয়ে যাবে তবে সে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবে। তাকে পুনরায় নামাড় পড়তে হবে না। ইমাম যুফার ও অন্য কিছু হানাফী আলেমের মতও এমন। তাদের যুক্তি হলো, (أَنَّ التَّيَمُّمَ إِنَّمَا شُرِعَ لِلْحَاجَةِ إِلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ فَيَتَيَمَّمُ عِنْدَ خَوْفِ فَوْتِهِ) "তায়াম্মুমের বিধান দেওয়াই হয়েছে, (পানি না পেলেও) ওয়াক্তমতো নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে। অতএব, ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে তা বৈধ হবে"। [ফতোয়ায়ে শামী] অর্থাৎ ওয়াক্তের মধ্যে নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্য না থাকলে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ার বিধান না দিয়ে পরবর্তীতে পানি পেলে ওজু করে নামাজ পড়ার কথাই বলা হতো। সে হিসেবে তায়াম্মুমের বিধান এসেছেই সঠিক ওয়াক্তে নামাজ আদায় করার জন্য। তার এই যুক্তি অনেক হানাফী আলেমের নিকট শক্ত মনে হয়েছে। একারণে তারা বলেছেন, (يتيمم ويصلي ثم يعيد بالوضوء) "সে তায়াম্মুম করে সলাত আদায়ের পর পরে ওজু করে পুনরায় সলাত আদায় করবে" ইবনে আবেদীন বলেন, (فينبغي العمل به احتياطا) "সতর্কতার জন্য এর উপর আমল করা উচিৎ"। [ফতোয়ায়ে শামী] চিন্তা করলে দেখা যাবে তায়াম্মুম করে সঠিক সময়ে নামায আদায় করা যায় ঠিকই কিন্তু সঠিক সময়ে নামায আদায়ের জন্যই তায়াম্মুমের বিধঅন দেঔযা হয়েছে এমন নই। তেমন হলে নামাযের ওয়াক্ত ফওত হওয়ার আশঙ্কা না হওয়া পর্যন্ত তায়াম্মুম করা বৈধ হতো না। কিন্তু আমরা দেখেছি বিভিন্ন হাদীস ও ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যের কারনে প্রমা্নীত হয়েছে পানি না পেলে প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করে নেওয়া বৈধ। এমনকি ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়া যাবে এমন সম্ভবনা বা নিশ্চিত বিশ্বাস থাকলেও এমন করা যায়। সামান্ন দিমত ছাড়া এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত। তাছাড়া নামাযের ওয়া্ক্ত যাতে ফওত না হয় এই উদ্দেশ্যেই যদি তায়াম্মুমের বিধান দেওযা হতো তবে ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পুর্বে পৌছানো যায় এমন দুরত্বে পানি থাকলে সেকানে হাজির হওয়া আবশ্যক হতো । সেক্ষেত্রে কয়েকমাইল পথ অতিক্রম করাও জরুরী হতো। যা অত্যাধিত কষ্টকর হয়ে যেতো। অথচ ওলামাযে কেরাম অধিক কষ্টকর হয়ে যায় এমন দুরত্বে গমন করা আবশ্যক না হওয়ার ব্যাপারে মোটামুটিভাবে একমত হয়েছেন। এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, (وليس ذالك عليه عند احد) "কারও মতেই এটা (পানির উদ্দেশ্যে বহু দুর গমন

করা) আবশ্যিক নয়।” [নিহায়াতুল মুহতাজ] এর মাধ্যমে প্রমানীত হয়, ওয়াক্ত ফওত হওয়া বা না হওয়ার সাথে তায়াম্মুমের বিষয়টি সম্পর্কিত নয়। বরং তায়াম্মুমের উদ্দেশ্য হলো মানুষের কষ্ট লাঘব করা। তায়াম্মুমের আয়াতে মহান আল্লাহ নিজেই এ উদ্দ্যেশ্যের স্বিকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) “আল্লাহ তোমাদের উপর কষ্টকর বিধান আরোপ করতে চান না।” [মায়েদা/৬] একারনেই নামায পড়ার সময় পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নামায পড়া বৈধ করা হয়েছে। সেই সাথে মুসাফির ও রোগাগ্রস্থ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েচে পানি না পাওয়া বলতে এখানে উদ্দেশ্য হলো, নিকটবর্তী দুরত্বে পানি বিদ্যমান না থাকা বা পানি ব্যাহারে ক্ষয়ক্ষতির ভয় থাকা। এর উপর ভিত্তি করেই উলামায়ে কেরাম পানির রাস্তায় চোর ডাকাত বা হিংস্র জন্তু থাকা ও অন্যান্য কারনে উল্লেখ করেছেন যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। সেসব কারন গ্রহনযোগ্য। যেহেতু আয়াতের ভাবার্থের সাথে সেগুলোর মিল রয়েছে। যেহেতু তা পানি না পাওয়া অধবা পানি ব্যবহারে শারীরীক বা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকার সাথে সম্পর্কিত । ওয়াক্ত ফওত হওয়ার বিষয়টি কোনো ভাবেই এর মধ্যে পড়ে না। যেহেতু এখানে পানি রয়েছে এবং তা ব্যবহারেও কোনো ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা নেই। উপরন্তু তায়াম্মুমের আয়াতে সফর ও রোগাগ্রস্থ অবস্থার কথা উললেখের মাধ্যমে প্রমানীত হয় তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার বিষয়টি এই দুই অবস্থাতেই অধিক সংঘটিত হয়ে থাকে। সে হিসেবে সুস্থ অবস্থায় নিজ এলাকায় তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার ঘটনা নিতান্তই বিরল হওয়ার কথা। তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার প্রেক্ষাপট থেকেও বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। যেহেতু সফরে পানি না পাওয়ার কারনে সাহাবায়ে কেরামের অভিযোগের ভিত্তিতেই আয়াতটি অবতীর্ন হয়। এটা ঘটে ষষ্ট হিজরীতে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে। বোঝায় যাচ্ছে, এর পুর্বে দশ বারো বছরের মাক্কি জীবনে বা পাচ ছয় বছরের মাদানী জীবনে তায়াম্মুম বিধান নাজিল হওয়ার মত ঘটনা ঘটেনি। আর জানা কথা যে, পানি ব্যবহার করতে গেলে বা কুয়ো থেকে পানি সংগ্রহ করতে গেলে নামাযের ওয়াক্ত ফওত হয়ে যাবে এমন সময়ে ঘুম থেকে উঠা বা হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়া বা ইসলাম গ্রহন করার ঘটনা তখন বারংবারই ঘটতো। তবুও এসব অবস্থায় তায়াম্মুমের বিধান অবতির্ন করা হয়নি। সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যপারে রসুলুল্লাহ ﷺ

এর নিকট কোনো প্রশ্ন তোলেননি। যেহেতুতারা ওযু করে নামায পড়তে হবে এই বিধান থেকে স্পষ্টই বুঝে নিয়েছেন এসব ক্ষেত্রে ওযু করা ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় নেই।

৪) নামাযের ওয়াক্তের আগেই তায়াম্মুম করা যায়।

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মতে, তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো, (دخول وقت الصلاة) "যে নামাযের জন্য তায়াম্মুম করা হচ্ছে সেই নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়া।" [মুগনী] যেহেতু (لِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ، فَلَمْ يَجُزْ قَبْلَ الوَقْتِ كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ) "এটা ওজর গ্রস্থ অবস্থার পবিত্রতা। অতএব তা মুস্তাহাজা (সর্বদা হাযেজগ্রস্থ) মহিলার পবিত্রতার মতো।" [মুগনী] অর্থাৎ মুস্তাহাজা বা সর্বদা হাদাস হয় এমন ব্যক্তি যেভাবে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সময় ওযু করে পানি ব্যবহারে অক্ষম ব্যক্তিও প্রতি ওয়াক্ত নামাযের আগে তায়াম্মুম করবে। যেহেতু তারা উভয়ই ওজরগ্রস্ত। একারনেই তারা বলেছেন নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। তাছাড়া একটি হাদীসে এসেছে, (وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ) "আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জন করার মাধ্যম করা হয়েছে। যেখানে নামাজের ওয়াক্ত হবে আমি তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নেবো"। [আহমাদ, হাসান] এই হাদীসে নামাজের সময় হলে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ার কথা বলা হচ্ছে। এ থেকে তারা মনে করেছেন, ওয়াক্ত না হলে তায়াম্মুম করা যায় না।

তবে হানাফী মাযহাবের মত হলো, তায়াম্মুমের বিষয়টি নামাযের ওয়াক্তের সাথে সম্পর্কিত নয় বরং এর বিধান ওযু বা গোসলের মতই। পবিত্রতা ভঙ্গ হওয়ার মত কোনো কারন না ঘটা পর্যন্ত তা ভঙ্গ হয় না। যেহেতু (لِأَنَّهُ بَدَلٌ مُطْلَقٌ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ فَيَجُوزُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ) এটা ওযু গোসলের বদলে এসেছে (তাই তার বিধান হবে তারই মত)। অতএব ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে বা পরে তা বৈধ হবে। [বাদায়ী] তাছাড়া হাদীসে এসেছে, (الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ) "পবিত্র ভুমি মুসলমানের জণ্য ওযু সরুপ। যদিও দশ বছর পর্যন্ত (পানি বিহিন অবস্থায়) থাকে। পরে যখনই পানি পাবে তখনই তা শরীরে লাগীয়ে নেবে।" [আবুদাউদ]

এই হাদিসে তায়াম্মুমকে ওযু হিসেবে আখ্যায়িত করা হযেছে এবং যতদিন পানি না পাওয়া যায় ততদিন এই পবিত্রতা টিকে থাকবে এ বিষয় স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর মুস্তাহাজা বা অন্য যাদের ওযু সদা সর্বদা ভঙ্গ হযে যায় তাদের সাথে তায়াম্মুমের বিষয়টি কিয়াস করা যায় না। যেহেতু (فَأُولَئِكَ وُجِدَ فِي حَقِّهِمْ السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِلْحَدَثِ وَهُوَ خُرُوجُ الْخَارِجِ النَّجِسِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ) "তাদের ক্ষেত্রে ওযু ভঙ্গের কারণ পাওয়া যাচ্ছে আর তা হলো পায়াখানা প্রশাবের রাস্তা দিয়ে নাপাকী নির্গত হওয়া।" [মাজমুউল ফাতাওয়া] তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে এমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না তাই তায়াম্মুমকে এই অবস্থার সাথে কিয়াস না করে ওযু গোসলের সাথে কিয়াস করা অধিক যৌক্তিক। ইমাম শাওক্বানী বলেন, (هذا هو الظاهر ولم يرد ما يدل على عدم الإجزاء) "এই মতটিই অধিক স্পষ্ট। এমন কোনো দলীল পাওয়া যায়নি যা প্রমাণ করে ওয়াক্তের পূর্বে করা তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে না। [নাইল] আর উপরের হাদীসটির অর্থ এই নয় যে, নামাজের ওয়াক্ত হলেই তায়াম্মুম করে নামাজ পড়বো। বরং তার অর্থ হলো, প্রয়োজন হলে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়বো। অর্থাৎ যদি পানি না থাকে এবং পূর্বেই আমার ওজু বা তায়াম্মুম না করা থাকে তবে আমি তায়াম্মুম করে নামাজ পড়বো। এসব শর্ত বিবেচনা না করলে অর্থ দাড়াবে যেখানেই সলাতের সময় হয়ে যায় সেখানেই তায়াম্মুম করে সলাত আদায় করতে হবে। যদিও পানি থাকে বা উক্ত ব্যক্তি ওজু অবস্থায় থাকে।

5) ওযু, গোসল, ও তায়াম্মুম কখনও একত্রে আবশ্যক হয় না।

দুটি মাছয়ালায় এমন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়।

এক. এমন পরিমাণ পানি থাকা যাতে ওযু বা গোসল সম্পন্ন হয় না।

দুই. শরীরের কোনো স্থানে ক্ষতস্থান, ব্যান্ডেজ, পট্টি ইত্যাদি থাকার কারণে তা ধৌত করতে সক্ষম না হওয়া।

এ দুটি মাসয়ালাতে আলেমদের একটি অংশ যতটুকু সম্ভব ধৌত করার সাথে সাথে তায়াম্মুম করাও আবশ্যক করেছেন। অন্য কিছু আলেম বলেছেন, ওযু-গোসল ও তায়াম্মুম একত্রে আবশ্যক হতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে তারা তাই ভিন্ন সমাধান বর্ণনা

করেছে। মোটকথা এসব বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের ব্যাপক দ্বিমত রয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় মাসয়ালাটিতে মতপার্থক্য জটিল আকার ধারণ করেছে। কোনো নিয়মশৃঙ্খলা না মেনে সে সব মতপার্থক্য নিয়ে আলোচনা করলে সঠিক সমাধান বের করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। একারনে আমরা এখানে তা সহজে ও সংক্ষেপে বর্ণনা করবো। এ বিষয়ে ওয়ামায়ে কেরামের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার হলো,

ক) সুস্থ শরীরে যথেষ্ট পরিমান পানি না থাকার কারণে ওযু বা গোসলে শরীরের যতটুকু অংশ ধৌত করতে হয় তা ধৌত করতে সক্ষম না হলে তায়াম্মুম করতে হবে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। তবে তায়াম্মুমের সাথে সাথে এক্ষেত্রে যতটুকু ধৌত করা সম্ভব তা ধৌত করতে হবে কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। এক্ষেত্রে হানাফী ও মালেকী মাযহাবের মত হলো, (يتركه ويتيمم) “পানি রেখে দিয়ে কেবল তায়াম্মুম করবে।” [মাওয়াহিবুল জালীল] হাম্বলী ও শাফেয়ী মাযহাবের মতে, (لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُهُ، وَيَتَيَمَّمُ لِلْبَاقِي) “উক্ত পানি ব্যবহার করা তার উপর আবশ্যক হবে এবং শরীরের বাকি অংশের কারণে তায়াম্মুমও করতে হবে।” [আল-মুগনী]

খ) শরীরের কোনো স্থানে ক্ষতস্থান, ব্যান্ডেজ, পট্টি ইত্যাদি থাকার কারণে ঐ স্থানে পানি ব্যবহার করতে সক্ষম না হলে কি করনীয় সে ব্যপারে কয়েকটি মত রয়েছে।

১. হানাফী ও মালেকী মাযহাব মতে, (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: إنْ كَانَ أَكْثَرُ بَدَنِهِ صَحِيحًا غَسَلَهُ، وَلَا تَيَمُّمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ جَرِيحًا، تَيَمَّمَ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ) “ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, যদি শরীরের বেশিরভাগ অংশ সুস্থ হয় তবে তা ধৌত করতে হবে আর (অসুস্থ অংশ হয়তো সরাসরি অথবা ব্যান্ডেজ বা পট্টি থাকলে তার উপর মাসেহ করতে হবে।) তায়াম্মুমের প্রয়োজন নেই। যদি বেশিরভাগ অংশ অসুস্থ হয় তবে কিছুই ধৌত না করে (বা মাসেহ না করে) তায়াম্মুম করবে।” [মুগনী] তাদের যুক্তি হলো, (لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ) “যেহেতু এতে আসল ও বদল উভয়ের সংমিশ্রন ঘটছে।” [ফাতওয়ায়ে শামী] অর্থাৎ, কোরআন-হাদীস থেকে বোঝা যায় ওযু বা গোসলের বদলে তায়াম্মুম করতে হয়। আর কোনো কিছুর বদলে কোনো কিছু করা অর্থই হলো তার মধ্যে যে কোনো একটি করা, উভয়ই নয়।

২. শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, **প্রথমতঃ** ক্ষতস্থানের উপর ব্যান্ডেজ, পট্টি ইত্যাদি থাকলে তার উপর পানি দিয়ে (ওযুতে মাথা মাসেহের মতো) মাসেহ করতে হবে। সেই সাথে শরীরের সুস্থ অংশ ধৌত করতে হবে। এক্ষেত্রে তায়াম্মুমও করতে হবে কিনা এ বিষয়ে উভয় মাযহাবে পক্ষে বিপক্ষে মত রয়েছে। **দ্বিতীয়তঃ** ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ, পট্টি ইত্যাদি না থাকলে তাদের মত হলো, (يَغْسِلُ الصَّحِيحَ، وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ) "সুস্থ অংশ ধৌত করবে আর অসুস্থ অংশের বদলে তায়াম্মুম করবে।" [মুগনী] (وَلَا يَجِبُ مَسْحُ الْجَرِيحِ بِالْمَاءِ) "এক্ষেত্রে ক্ষতস্থান মাসেহ করা আবশ্যক নয়।" [রওদা]

চিন্তা করলে দেখা যাবে প্রথম মাসয়ালায় যথেষ্ট পরিমান পানি না পেলে উক্ত পানি ব্যবহার করতে হবে কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত থাকলেও তায়াম্মুম যে করতেই হবে সে ব্যাপারে সকল আলেম একমত। এক্ষেত্রে পানি দ্বারা শরীরের বেশিরভাগ আংশ ধোত করা সম্ভব হচ্ছে নাকি বেশিরভাগ অংশ বাকি থেকে যাচ্ছে সে পার্থক্য কারও নিকটই বিবেচনার যোগ্য নয়। এ থেকে প্রমানিত হয়, ওযু বা গোসল সম্পুর্ন আদায় করতে না পারাটাই তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যদিও কিছু অংশ বা এমনকি বেশিরভাগ অংশ আদায় করা সম্ভব হয়। অসুস্থতার কারণে শরীরের কোনো অংশে পানি ববাহার করতে না পারার বিষযটিও অনুরুপ। যেহেতু তায়াম্মুমের বিধানে পা‍িন না পওয়া আর পানি ব্যাবহার না করার বিধান একই। অতএব, পানি স্বল্পতার কারণে শরীরের কিছু অংশ ধৌত করতে না পারার কারণে যেমন তায়াম্মুম আব্শ্যক হয় ক্ষতস্থানে পা‍িন ব্যবহার করতে না পারলেও তেমনই হওয়া উচিত ছিলো। এক্ষেত্রে ক্ষতস্থঅনের পরিমান কম বেশি হওয়ার যে মত হানাফী ও মালেকী মাযহবে রয়েছে এবং ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বা পট্টি থাকলে তার উপর মাসেহ করার যে মত হাম্বলী ও শাফেয়ী মাযহাবে রয়েছে ভিন্ন কোনো দলীল না থাকলে সে গুলো গ্রহন করা সঠিক হবে না। যেহেতু প্রথম মাসয়ালায় এর কোনোটিই কেউ বলেনি। অনুসন্ধান করে যানা যায় ব্যান্ডেজ বা পট্টির উপর মাসেহ করার ব্যাপারে বেশ কিছু দলীল প্রমান রয়েছে। কিন্তু অসুস্থ স্থানের পরিমান কম বা বেশি হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রমান পাওয়া যায় না। নিরোপেক্ষা দৃষ্টিতে বিচার করলে তাই হানাফী ও মালেকী মাযহাবের মত এক্ষেত্রে সঠিক মনে হয়

না। ব্যান্ডেজ ও পট্টি ছাড়াই সরাসরি ক্ষতস্থানের উপর মাসের করার যে মত হানাফী মাযহাবে এবং হাম্বলী মাযহাবের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে সেটিও দলীল প্রমান না থাকার কারণে অগ্রহনযোগ্য প্রমানীত হয়। এ হিসেবে ক্ষতস্থানের উপর ব্যান্ডেজ বা পট্টি না থাকলে এবং সরাসরি তা ধৌত করা সম্ভব না হলে কমপক্ষে তায়াম্মুম করতে হবে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। যেহেতু যথেস্ট পরিমান পানি না পাওয়ার মাসয়ালাল সাথে এই মাসলার হুবহু মিল রয়েছে। আবার ভিন্ন কোনো দলীলও এখানে উপস্থিত নেই। অতএব তায়াম্মুম এখানে করতেই হবে। সেই সাথে সুস্থ অংশও ধৌত করতে হবে কিনা সে আলোচনা সামনে করা হবে।

এখন বাকি থাকে কেবল ব্যান্ডেজ বা পট্টির উপর মাসেহ করার বিষয়টি। এ ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস বর্নিত আছে। ইমাম বায়হাকী বলেন, (ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء) "রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই প্রমানিত নেই।" [সুনানে কুবরা] তবে এ বিষয়ে একটি হাসান হাদীস রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মাথায় আঘাত পাওয়া এক ব্যক্তিকে সাহাবায়ে কেরাম তায়াম্মুম না করে গোসল করার নির্দেশ দিলে সে তা পালন করে এবং মারাত্মক অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। রসুলুল্লাহ ﷺ এটা শুনে তাদের তিরষ্কার করেন এবং বলেন, (كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ويَعْصِبَ على جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) "তায়াম্মুম করা এবং ক্ষতস্থানের উপর একটা কাপড় খন্ড বেধে তার উপর মাসেহ করা ও সারা শরীর ধৌত করাই তার জন্য যথেষ্ট হতো।" [আবু দাউদ] ইবনে উমর থেকে সহীহ সনদে বর্নিত আছে, (إِذَا كَانَ عَلَيْهِ عِصَابٌ مَسَحَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عِصَابٌ غَسَلَ مَا حَوْلَهُ وَلَمْ يُمِسَّهُ الْمَاءَ) "ক্ষতস্থানে কাপড় বাধা থাকলে তিনি তার উপর মাসেহ করতেন আর কাপড় না থাকলে তার চারপাশে ধৌত করতেন কিন্তু তাতে পানি স্পর্ষ করতেন না।" [আওসাত, সুনানে কুবরা] ইবনে আব্বাস থেকে মোটামুটিভাবে গ্রহনযোগ্য সনদে বর্নিত আছে, (امسح على الجرح إذا خشيت على نفسك في الوضوء) "যদি ওযু গোসলে নিজের উপর ক্ষতির আশঙ্কা করো তবে ক্ষতস্থানের উপর মাসেহ করো।" [আওসাত]

এসব দলীল প্রমানের কারণে ক্ষতস্থানের উপর ব্যান্ডেজ বা পট্টি থাকলে অন্যান্য স্থান ধৌত করার সাথে সাথে তাতে মাসেহ করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে বহু সংখ্যক আলেম মতামত দিয়েছেন। ইবনে মুনজির আল-আওসাতে ইবনে উমর, ইবনে আব্বাসসহ বহু সংখ্যক তাবেয়ী ও ফুকাহায়ে কেরাম থেকে এই মত বর্ননা করেছেন। শেষে বলেছেন, (وَهَذِهِ كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي بَابِ المَسْحِ عَلَى الجَبَائِرِ) "ব্যান্ডিজ বা পট্টির উপর মাসেহ করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রায় ইজমা সম্পাদিত হয়েছে।" [আওসাত] পরে তিনি উল্লেখ করেন যারা দ্বিমত করেছেন তারাও এখানে যেকোনো মুল্যে ওযু করা বা পরবর্তিতে সুস্ত হলে নামায পুনরায় পড়ে নেওয়ার কাথা বলেছেন। তবে কেউই এক্ষেত্রে শুধুমাত্র তায়াম্মুম করা যথেস্ট মনে করেননি। হানাফী ও মালেকী মাযহাবে ক্ষতস্তানের পরিমান অপেক্ষাকৃত বেশি হলে কেবল তায়াম্মুম করার মত রয়েছে। এ হিসেবে বলা যায়, ক্ষতস্থানের পরিমান কম হলে এবং ব্যন্ডেজ বা পট্টি বাধা থাকলে কেবল তায়াম্মুম করা যথেষ্ট না হওয়া এবং ব্যান্ডিজ বা পট্টির উপর মাসেহ করা বৈধ হওয়ার ব্যপারে অকাট্য ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রমানীত হয়, ক্ষতস্তানে ব্যান্ডেজ বা পট্টি থাকার বিষয়টি যথেষ্ট পরিমান পানি না পাওয় এবং উন্মুক্ত ক্ষতস্থানে পানি ব্যবহার করতে না পারার মাসআলা থেকে সম্পুর্ন আলাদা যেহেতু এখানে ক্ষতস্তান ধৌত করার বদলে ভিন্ন একটি দায়িত্ব তথা মাসেহ করার অকাট্য প্রমান পাওয়া যাচ্ছে। সেই সাথে তায়াম্মুমও করতে হবে কিনা সেটিই এখানে প্রশ্ন। অথচ পুর্বে আমরা দেখেছি পানি স্বল্পতার কারণে সামান্য পরিমান স্থান ধোত করতে সক্ষম না হওয়ার মাসযালায় তায়াম্মুম করতে হবে নিশ্চিত তবে সেই সাথে পানিও ব্যবহার করতে হবে কিনা সেটিই প্রশ্ন। অর্থাৎ এখানে ব্যাপার সম্পুর্ন উল্টো। উন্মুক্ত ক্ষতস্থানের ব্যপারটিও সঠিক মতে পানি স্বল্পতার মত। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে হবে এটা নিশ্চিত। তবে শরীরের বাকি অংশে পানি ব্যবহার করতে হবে কিনা সে ব্যপারে প্রশ্ন আছে। সামান্য চিন্তাভাবনা করলে এসব প্রশ্নের সমাধান করা যায়। উপরে আমরা বলেছি, কোরআন হাদীসের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট মুলনীতি হলো, ওযু বা গোসল করতে সক্ষম না হলেও কেবল তায়াম্মুম করতে হয়। অর্থাৎ তায়াম্মুম হবে ওযু-গোসলের বদলে। তার সাথে মিলে নয়। এ কারণে শরীরের কিছু অংশ ধৌত করার সাথে সাথে তায়াম্মুমও করতে হবে এমন বলা

অযৌক্তিক মনে হয়। প্রায় সকল আলেমই এটা স্বিকার করেছেন। তাই যারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তায়াম্মুমের সাথে সাথে পানির ব্যবহার আবশ্যক করেছেন তারা বলেছেন, (التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَمَّا لَا يُصِيبُهُ المَاءُ، دُونَ مَا أَصَابَهُ) "এক্ষেত্রে তায়াম্মুম করা হয় শরীরে যে অংশে পানি পৌছায় নি তার বদলে যে অংশে পানি পৌছেছে তার বদলে নয়।" [মুগনী] চিন্তা করলে দেখা যাবে, শরীয়তে ওযু বা গোসলের সকল অংগের বদলেই তায়াম্মুমের প্রমান পাওয়া যায়। পৃথকভাবে নির্দিষ্টি কোনো অঙ্গের বদলে তায়াম্মুমের ধারণাটি অবাস্তব মনে হয়। তাছাড়া এমন ধারণার উপর ভিত্তি করে শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে ওযুর বিভিন্ন অংগে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য প্রতিটি অংগ ধৌত করার সাথে সাথে সেই অংগটির জন্য পৃথকভাবে তায়াম্মুম করার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে একই ওযুতে চারবার পর্যন্ত তায়াম্মুম করা আবশ্যক হয়। তাছাড়া প্রতিটি অংগে একবার পানি একবার মাটি ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। এটা একই সাথে কষ্টকর ও অযৌক্তিক। একারনেই ইবনে কুদামা এক্ষেত্রে একবার তায়াম্মুম করার মতের দিকে ঝুকেছেন। অতএব বলা যায়, তায়াম্মুম আসলে ওযু বা গোসলের সকল অঙ্গের বদলেই হয়ে থাকে পৃথকভাবে নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গের নয়। একারণে কিছু অংশ ধৌত করার সাথে সাথে তায়াম্মুমের বিধান দেওয়া হলেই আসল ও বদল উভয় বিধান একত্রে করা হয়েছে বলেই গন্য হয়। যা গ্রহনযোগ্য মনে হয় না। এখন যদি কেউ বলে উপরোক্ত হাদীসে এসেছে, (كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ويَعْصِبَ علَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) "তায়াম্মুম করা এবং ক্ষতস্থানের উপর একটা কাপড় খন্ড বেধে তার উপর মাসেহ করা ও সারা শরীর ধৌত করাই তার জন্য যথেষ্ট হতো।" [আবু দাউদ] এখানে ধৌত করা, মাসেহ করা ও তায়াম্মুম করা এই তিনটি বিষয়কে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উত্তর হলো, এই হাদীসটি সহিহ হলে ওযু গোসল ও তায়াম্মুম একত্রে হবে না এই মূলনীতিটি বিপরীতে প্রমান হতে পারতো। কিন্তু হাদীসটি দলীল যোগ্য নয়। একারণে ইমাম বায়হাকী বলেছেন, (ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء) "রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই প্রমানিত নেই।" [সুনানে কুবরা] এ হাদীসের রাবী জুবাইর ইবনে খুরাইকের ব্যপারে আপত্তি রয়েছে। বিশেস করে হাদীসের শেষের অংশে ধৌত করা, মাসেহ করা ও তায়াম্মুম করা যে নি্দেশ এসেছে আতা থেকে

অন্য বর্ননায তা মুরসালভাবে বর্নিত আছে মুত্তাসিল নয়। সেহিসেবে মুল হাদীসটি হাসান হলেও এই অংশটি দুর্বল হিসেব গন্য হয়। তাছাড়া বেশ কিছু বর্ননায় কেবল তায়াম্মুমের কথা বলা হয়েছে। একটি বর্ণনায় এসেছে, (أَلَا يَمَّمُوهُ) "তারা তাকে তায়াম্মুম করতে বলল না কেন?" [মুজামে কাবীর] এর রাবীরা বিশ্বস্থ তবে সনদ মুনকতি। তাছাড়া ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে সহীহ সনদে বর্নিত আছে এক ব্যক্তি শীতের সময় গোসল করে মৃত্যুবরণ করলে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ - أَوِ التَّيَمُّمَ - طَهُورًا) "মহান আল্লাহ তো মাটা তথা তায়াম্মুমকেই পবিত্রতা হিসেবে গন্য করেছেন।" হাকিম বর্ননা করেছেন এবং আজজাহাবী সহীহ বলেছেন। এছাড়া ইবনে আব্বাস থেকে গ্রহনযোগ্য সনদে বর্ণিত আছে তায়াম্মুম এর ব্যাখ্যায় রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (إِذَا كَانَ الرَّجُلُ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ فَيَجْنُبُ فَيَخَافُ إِنِ اغْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمْ) "যদি কোনো ব্যক্তির শরীরে ক্ষতস্থান, ঘাঁ-পাচড়া ইত্যাদি থাকে ফলে সে ভয় করে গোসল করলে মারা পড়বে তবে সে তায়াম্মুম করুক।" [মুসতাদরাকে হাকেম] এসব হাদীসে ক্ষতস্থান, ঘা-পাচড়া ইত্যাদির কারণে কেবল তায়াম্মুমের কথা বলা হয়েছে। সুস্থ শরীর ধৌত করার কথা বলা হয়নি। এ হিসেবে বলা যায় উপরোক্ত হাসান হাদীসটির ব্যান্ডিজের উপর মাসেহ করা সম্পর্কিত অংশটি সাহাবার আমল ও উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতের কারণে গ্রহনযোগ্য হলেও সেই সাথে তায়াম্মুম করার বিষয়টি কুরআন হাদীসের মাধ্যমে প্রমানিত সুস্পষ্ট মুলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে পরিত্যক্ত। এ কারনে আজিম আবাদী বলেন, (فَرِوَايَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالْغَسْلِ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ لَا تَثْبُتُ بِهَا الْأَحْكَامُ) "একই সাথে তায়াম্মুম ও ধৌত করার বর্ননাটি দূর্বল হওযার কারনে তার মাধ্যমে কোনো বিধান প্রামানীত হয়না।" [আওনুল মাবুদ] এ আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমানীত হয় ওযু গোসল ও তায়াম্মুম একত্রে আবশ্যক হতে পারে না।

এখন এই মুলনীতিটি প্রয়োগ করে উপরের মাসআলা গুলোর সঠিক সমাধান সহজেই অনুধাবন করা যায়। নিচে তা সংক্ষেপে বর্ননা করা হলো,

ক) ওযু বা গোসল সম্পন্ন হয় না এমন অল্পপরিমান পানি থাকলে তায়াম্মুম করা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। এখন যেহেতু ধৌত করা ও তায়াম্মুম করা একত্রে আবশ্যক হওয়া সম্ভব নয়। অতএব পানি ব্যবহার করা আবশ্যক নয়। ইমাম কুরতুবী বলেন, (وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ) "বেশিরভাগ আলেমের মত এটাই।" [তাফসীরে কুরতুবী] মহান আল্লাহ বলেন, (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) "সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করে চলো।" [তগাবুন/১৬] একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) "যখন আমি তোমাদের কোনো নির্দেশ দিই তখন সাধ্যমত তা পালক কর।" [বুখারী] এথেকে অনেকে যতটুকু সম্ভব পানি ব্যভহার করা আবশ্যক হওয়ার প্রমান দিয়েছে। ইমাম শাওকানী বলেন, (وهو كذلك) "এমনই হওয়া উচিত।" [নাইলুল আওতার] চিন্তা করলে দেখা যাব, একথা কেবল তখন বলা যায় যখন কোনো একটি বিধানের বদলে শরীয়ত অন্য বিধান দেয়নি।কিন্তু যেখানে একটি বিধান আদায় করতে না পারলে অন্য বিধান মানার সুযোগ আছে সেখানে এ কথা প্রযোজ্য নয়। তেমন হলে ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে শারীরীক ক্ষয়ক্ষতি বা রোগাগ্রস্থ হওযার আশঙ্কা করে এমন ব্যাক্তির ক্ষেত্রে পুরা শরীর ধৌত না করলেও হাত, পা, মুখ ইত্যাদি যতটুকু ধৌত করা ক্ষতিকর নয় ততটুকু ধৌত করা আবশ্যক হতো।

খ) ক্ষতস্থানের উপর ব্যান্ডেজ না থাকলে মাসেহ করা বৈধ নয়। যেহেতু এ ব্যাপারে শক্ত কোনো প্রমান নেই। একটি হাদীসে এসেছে ইবনে আব্বাস বলেন, (امْسَحْ عَلَى الْجُرْحِ) "ক্ষতস্থানের উপর মাসেহ করো।" [আওসাত] তবে হাদীসটির সনদ শক্তিশালী নয়। তাছাড়া একানে ক্ষতস্থানের উপরে বলতে ক্ষতস্তানে ব্যান্ডেজ বা পট্টি থাকলে তার উপরে এমনও উদ্দেশ্যে হতে পারে। অতএব এই হাদীসের উপর নির্ভর করে ধৌত করা বা তায়াম্মুম করার বদলে উন্মুক্ত ক্ষতস্থানে মাসেহ করা যথেষ্ট মনে করার যে মত হানাফী মাযহাবে রয়েছে তা সঠিক হতে পারে না। ব্যান্ডেজ বা পট্টির উপর মাসেহ করার বিধান থেকে সরাসরী ক্ষতস্থানের উপর মাসেহ করার বিষয়টি কিয়াস করা যায় না। যেহেতু কোনো অঙ্গে কাপড় বা অন্য কিছু দ্বারা ঢাকা থাকা অবস্তায় মাসেহ করার প্রামান রয়েছে। যেমন মোজার উপর মাসেহ করা। কিন্তু উন্মুক্ত শরীরে মাসেহ করার

প্রমান নেই। সুতরাং সঠিক মত হলো, ক্ষতস্থানের উপর ব্যান্ডিজ বা পট্টি না থাকলে মাসেহ করা যাবে না। এখন যেহেতু এক্ষেত্রে উক্ত স্থানে ধৌত বা মাসেহ কিছুই করা হচ্ছে না তাই তার অবস্থা পানি স্বল্পতার মাসয়ালার মত। অর্থাৎ উপরের মতই এক্ষেত্রে (انْتَقَلَ عَنْ الْوُضُوءِ إلَى التَّيَمُّمِ) "ওযুর বদলে তায়াম্মুম আবশ্যক হবে।" [মাওয়াহিবুল জালীল] ইবনে উমরের হাদীসে ক্ষতস্থানে পট্টি বাধা না থাকলে তা পরিত্যাগ করা এবং বাকি অংশ ধৌত করার যে মত বর্নিত আছে কোনো আলেমের নিকটই তা গ্রহনযোগ্য নয়। অতএব ধরে নিতে হবে তার ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে। হয়তো তিনি শেষে তায়াম্মুম করেছেন কিন্তু হাদীসে তা উল্লেখ করা হয়নি অথবা এমনও হতে পারে ক্ষতস্তানটি তায়াম্মুমের অংগে ছিলো আবার তাতে পট্টি বাধাও সম্ভব ছিলো না তাই ক্ষতস্থানটি বাদ দিয়ে বাকি অংশ ধৌত করা হয়েছে। যেহেতু ওযু বা তায়াম্মুম কোনোটিই পুর্নাঙ্গভাবে করা না গেলে অপুর্নাঙ্গ ওযুই করতে হয়। যেমনটি পরে বলা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ব্যান্ডেজ বা পট্টি পরিধান করতে সক্ষম হলে তা করা তার উপর আবশ্যক হবে। মালেকি মাযহাবের এটিই মত। যেহেতু এভাবে তার পক্ষে সুস্থ স্থান ধৌত ও ব্যান্ডিজের উপর মাসেহ করার মাধ্যমে ওযু করা সম্ভব। আর ওযু করা সম্ভব হলে তায়াম্মুম করা বৈধ নয়।

- এক্ষেত্রে ক্ষতস্থান যদি তায়াম্মুমের অঙ্গে হয় এবং ব্যান্ডেজ পরতে সক্ষম না হয় আবার উক্ত স্থানে পানি দ্বারা ধৌত করা বা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা সম্ভব না হয় তবে (تَرَكَهَا وَغَسَلَ مَا سِوَاهَا وَكَانَتْ كَعُضْوٍ قُطِعَ) "সে উক্ত স্থান বাদ দিয়ে অন্যান্য অংশ ধৌত করবে। কোনো অংগ কেটে পড়ে গেলে যেমন হয়।" যেহেতু (لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَّا وُضُوءٌ نَاقِصٌ أَوْ تَيَمُّمٌ نَاقِصٌ فَالْوُضُوءُ النَّاقِصُ أَوْلَى مِنْ التَّيَمُّمِ النَّاقِصِ) "এক্ষেত্রে সে হয়তো অপুর্নাঙ্গ ওযু বা অপুর্নাঙ্গ তায়াম্মুম করতে সক্ষম (কোনোটিই পুর্নাঙ্গভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়।) অতএব অপুর্নাঙ্গ তায়াম্মুমের চেয়ে অপুর্নাঙ্গ ওযুই উত্তম।" [মাওয়াহিবুল জালীল]

গ) ক্ষতস্থানে ব্যান্ডিজ বা পট্টি থাকলে তার উপর মাসেহ করে এবং অন্য স্থান ধৌত করে ওযু সম্পন্ন করা আবশ্যক। সঠিক মতে এখানে ক্ষতস্থানের পরিমান কম বা বেশি হওয়াতে কোনো পার্থক্য নেই। যেহেতু এ ভাবে পার্থক্য করার কোনো প্রমান নেই।

এখন যেহেতু তায়াম্মুম ও অযু গোসল একত্রে হতে পারে না। অতএব (وَلَا يَحْتَاجُ مَعَ مَسْحِهَا إِلَى تَيَمُّمٍ) "এখানে মাসেহ করে (ওযু সম্পন্ন করার পর) তায়াম্মুম করার প্রয়োজন নেই।" যেহেতু (وَلِأَنَّهُ مَمْسُوحٌ فِي طَهَارَةٍ، فَلَمْ يَجِبْ لَهُ التَّيَمُّمُ، كَالْخُفِّ) "ওযুর অংশ হিসেবেই তাতে মাসেহ করা হচ্ছে অতএব তায়াম্মুম করা আবশ্যক হবে না। যেভাবে মোজার উপর মাসেহ করলে তায়াম্মুম করতে হয় না।" [মুগনী]

- মোজর উপর মাসেহ করার মত (لَا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ عَلَى شَدِّهَا) "এক্ষেত্রে ব্যান্ডেজ বাধার সময় পবিত্র অবস্থায় থাকা শর্ত নয়।" (وهو أشبه) "এটাই অধিক সঠিক" একইভাবে (يَمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَا ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ مَسْحَهَا لِلضَّرُورَةِ) "ব্যান্ডিজের উপরমাসেহ করার বিষয়টি একদিন বা তিনদিন সীমায় সীমাবদ্ধ নয় যেহেতু এটা প্রয়োজনের তাগিদে বৈধ করা হয়েছে। [আল-মুগনী] অতএব যতদিন প্রযোজন থাকে ততদিন মাসেহ করতে পারবে।

কি দ্বারা তায়াম্মুম করা যায়?

মহান আল্লাহ বলেন, (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) "উৎকৃষ্ট ভূপৃষ্ঠের উপর তায়াম্মুম করো।" [মায়েদা/৬] বিভিন্ন হাদীসে এসেছে, (الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ) "উৎকৃষ্ট ভূপৃষ্ঠ মুসলমানের জন্য ওযুসরূপ।" [আবু দাউদ] এখানে ছয়ীদ (صعيد) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ (وَجْهُ الْأَرْضِ كَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ) "পৃথিবীর উপরিভাগ তাতে মাটি থাক বা না থাক।" ঝাজ্জাজ ﷺ বলেন, (لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ) "ভাষাবিদদের মধ্যে এ ব্যপারে কোনো দ্বিমত আছে বলে আমি জানি না।" [কুরতুবী] তবে অনেকে বলেছে, (الصعيد التراب) "সয়ীদ হলো মাটি।" [আওনুল মাবুদ] ইমাম শাফিয়ী বলেন, (وَلَا يَقَعُ اسْمُ صَعِيدٍ إِلَّا عَلَى تُرَابٍ ذِي غُبَارٍ) "সয়ীদ নামটি কেবল ধুলো যুক্ত মাটি ছাড়া অন্য কিছুকে বোঝায় না।" [আল উম] আজিম আবাদী বলেন, (الصَّعِيدَ هُوَ التُّرَابُ فَقَطْ عِنْدَ بَعْضِ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ) "কিছু ভাষাবীদের মতে সয়ীদ বলতে কেবল মাটিকে বোঝায়।" [আওনুল মাবুদ] সয়ীদ বলতে ভুপৃষ্টের যে কোনো অংশকে বোঝায় এমন মনে করার কারণে হানাফী ও মালেকী মাযহাবের মত হলো, (يَتَيَمَّمُ بِوَجْهِ الْأَرْضِ كُلِّهِ تُرَابًا كَانَ أَوْ

(رَمْلًا أَوْ حِجَارَةً أَوْ مَعْدِنًا أَوْ سَبْخَةً) "ভূপৃষ্ঠের যে কোনো স্থানে তায়াম্মুম করা যায়। যদিও তা মাটি, বালি, পাথর, খনিজ দ্রব্য, লোনামাটি ইত্যাদি হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনকি ভূপৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত গাছের উপর তায়াম্মুম করাও বৈধ বলেছেন। [তাফসীরে কুরতুবী] এ বিষয়ে হাম্বলী ও শাফেয়ী মাযহাবের মত হলো, কেবল মাটি ছাড়া অন্য কিছুর উপর তায়াম্মুম করা বৈধ নয়। যেহেতু একটি হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ) "পৃথিবীর মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করা হয়েছে।" [মুসলিম] অন্য হাদীসে গ্রহনযোগ্য সনদে এসেছে, (وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا) "আমার জন্য মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করা হয়েছে।" [মুসনাদে আহমাদ] তায়াম্মুমের আয়াত অবতির্ন হলে মুসলমানরা কিভাবে তায়াম্মুম করেছিলো তার বর্ননা দিয়ে আম্মার رضي الله عنه বলেন, (قَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ) তারা উঠে গিয়ে মাটিতে হাত দ্বারা আঘাত করলো।" [আবুদাউদ; সহীহ] অন্য বর্ননায় এসেছে (وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا) "তারা হাত থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলেনি।" [নাসায়ী; সহীহ] অন্য বর্ননায় বলা হয়েছে, আম্মার رضي الله عنه তায়াম্মুমের উদ্দেশ্য সারা গায়ে মাটি মেখে রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গেলে তিনি বললেন, (إِنْ كَانَ لَيَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الصَّعِيدِ، أَنْ تَقُولَ هَكَذَا) "তোমার জন্য ঐ জিনিসের মাধ্যমে এতটুকু করাই যথেষ্ট হতো। বলে তিনি মুখ ও হাতে মাসেহ করার মাধ্যমে তায়াম্মুম করা শিখিয়ে দিলেন।" [বাযযার, সহীহ] অন্য বর্ণনায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ) "তোমার জন্য মাটিতে দুই হাত মারাই যথেষ্ট হতো"। [দারে কুতনী, সহীহ]

এছাড়া বিভিন্ন হাদীসে পানির বিকল্প হিসেবে মাটিকে পবিত্রতার মাধ্যম করা হয়েছে। উদাহরণসরুপ, কুকুরে লেহন করা পাত্র পরিস্কার ক্ষেত্রে পানির সাথে মাটি ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। জুতায় নাপাকি লেগে থাকার ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ) "মাটি দ্বারা তা পবিত্র করা যায়" [আবুদাউদ]

তছাড়া পবিত্র কুরআনে আমভাবে ছয়ীদ তথা ভুপৃষ্টের উপর মাসেহ করার কথা বলা হয়না বরং বলা হয়েছে (صعيدا طيبا) যার অর্থ হয় উত্তম ভুপৃষ্ঠ বা ভুপৃষ্ঠের উৎকৃষ্ট

অংশ। অন্য আয়াতে বলা হযেছে, (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ) "উৎকৃষ্ট এলাকায় গাছ জন্মায়।" [আরাফ/৫৮] এ থেকে অনেকে দাবী করেছেন, (الصعيد التراب المنبت) "ছয়ীদ হলো, গাছপালা জন্মায় এমন স্থান।" [কুরতুবী] ইবনে আব্বাস থেকে গ্রহনযোগ্য সনদে বর্নিত আছে, (أَطْيَبُ الصَّعِيدِ الْحَرْثُ) "সর্বাধিক উৎকৃষ্ট ছয়ীদ হলো, চাষযোগ্য মাটি।" [ইবনে আবী শায়বাহ] অন্য বর্ননায় এসেছে, (الصَّعِيدُ الْحَرْثُ) "ছয়ীদ হলো চাষযোগ্য জমি।" [বায়হাকী] এর সনদ দুর্বল। ইমাম কুরতুবী বলেন, (وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هو التراب خَاصَّةً) "আলী ﷺ বলেন, ছয়ীদ হলো মাটি।" এসব হাদিসে প্রমান করে আয়াতে যে উত্তম বা উৎকৃষ্ট ভুপৃষ্টের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো মাটি। বিপরীতে মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তায়াম্মুম করার পক্ষে উক্ত আয়াতের আম অর্থ ছাড়া অন্য কোনো দলীল নেই। আর জানা কথা যে খাচ দলীল আম দলীলের উপর প্রাধান্য পায়। অনেকে অবশ্য বলেছেন, হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ) "আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করা হয়েছে। অতএব যেখানেই নামাযের সময় হোক আমি তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারি।" [মুসনাদে আহমাদ; হাসান] অনেকে হাদীসে পৃথিবীর যেখানেই নামাযের সময হোক তায়াম্মুম করে নামায পড়ার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। অথচ ভুপৃষ্টের অনেক স্থানই মাটির বদলে বালু, পাথর ইত্যাদি দ্বার আবৃত। এখণ তায়াম্মুমের জন্য মাটি শর্ত হলে যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হোক সেকানেই তায়াম্মুম করার সুযোগ কিভাবে ঘটে। এর উত্তর হলো, হাদীসে আমভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য খাচ। যেহেতু কোনো এলাকার মাটি নাপাক মিশ্রিত হলে তাতে তায়াম্মুম করা যায় না। তাছাড়া সঠিক মতে তায়াম্মুম শুদ্ধ হওয়ার জন্য ভূপৃষ্ঠের যেখানে হাত মারা হচ্ছে সেখান থেকে হাতে কিছু লেগে যাওয়া শর্ত যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) "উৎকৃষ্ট মাটিতে হাত মারো এবং তা দ্বারা মুখ ও হাত মাসেহ করো।" আয়াতে উল্লেখিত (منه) তথা তা থেকে বা তা দ্বারা কথা থেকে বোঝা যায় যেখানে হাত মারা হচ্ছে তা থেকে হাতে কিছু গুড়া বা ধুলো লেগে যাওয়া শর্ত। এখন পৃথিবীতে এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানকার ভূপৃষ্ঠ কঠিন ও মশৃণ ধাতুতে আবৃত ফলে সেখানে হাত মারলে হাতে কিছুই লাগে না। এই আয়াতের

কারণে উক্ত হাদীস থেকে ঐ সকল অঞ্চলও বাদ পড়ার কথা। অতএব, হাদীস থেকে যে কোনো স্থানে তায়াম্মুম করার বিধান প্রমান করা যায় না। বরং বলতে হবে যদি উক্ত এলাকা নাপাক না হয় বা তা কঠিন ও মশৃণ না হয়। এমনভাবেই বলা যায় যদি উক্ত এলাকায় মাটি থাকে।

অনেকে বলেন, আরব দেশের মুসাফিররা তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মরুভূমিতে থাকে তাছাড়া তায়াম্মুমের বিধানও মূলতো মুসাফিরদের জন্য। আর মরুভূমীতে বালুর প্রাধান্যই বেশি। তাহলে সফরে লোকেরা তায়াম্মুম কিভাবে করবে? এর উত্তর হলো, মরুভূমিতে বালুর প্রাধান্য বেশি হলেও মাঝে-মাঝে কম পরিমাণে হলেও মাটি থাকে। একারণেই মরুভূমিতে কিছু কিছু ঘাস বা গাছ জন্মায়। তাছাড়া উপরে আম্মার ﵁ এর হাদীসে আমরা দেখেছি তায়াম্মুমের আয়াত সফরে অবতীর্ণ হওয়া সত্বেও সাহাবায়ে কিরাম মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করেছেন। এর মাধ্যমেও বিষয়টি প্রমাণিত হয়। অন্য একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ মদীনার একটি দেওয়ালে তায়াম্মুম করেছিলেন। এ হাদীস থেকে অনেকে দাবী করেছেন, মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তায়াম্মুম করা বৈধ। যেহেতু (حيطان الْمَدِينَة مَبْنِيَّة بحجارة سود) "মদীনার প্রাচীরগুলো কালো পাথরের তৈরী"। [উমদাতুল ক্বারী] এর উত্তর হলো, দেওয়াল যেমন পাথরের তৈরী হয় তেমনি মাটিরও তৈরী হয়। আর (أن الجدار الذي تيمم منه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معموراً من الحجر) কোনো বর্ণনায় এমন প্রমান পাওয়া যায়নি যে রসুলুল্লাহ ﷺ যে দেওয়ালে তায়াম্মুম করেছিলেন তা পাথরের তৈরী ছিলো" বরং (بل الظاهر أنه معمور من الطين) "বাহ্যত বোঝা যায় তা মাটির তৈরীই ছিলো"। [মিরয়াতুল মাফাতিহ] যেহেতু একটি বর্ণনায় এছেসে (حته بعصى) রসুলুল্লাহ ﷺ (তায়াম্মুমের পূর্বে) একটি লাঠি দ্বারা দেওয়ালে আচড় দিলেন (যাতে মাটি খুড়ে ধুলো তৈরী হয়)। ইমাম বাগাবী শারহে সুন্নাতে বর্ণনা করেছেন এবং হাসান বলেছেন। তবে হাদীসটির সনদে দূর্বলতা রয়েছে। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে দেওয়ালটি পাথরের ছিলো তবু এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে রসুলুল্লাহ ﷺ (تيمم بالطين الذي بين السافتين) "দুই পাথরের মাঝে যে মাটি দ্বারা পাথর আটকানো হয় তার উপর তায়াম্মুম করেছেন"। [মিরয়াতুল মাফাতিহ] দেখা যাচ্ছে, মাটি ছাড়া অন্য

কিছু দ্বারা তায়াম্মুম করার পক্ষে যেসব যুক্তি প্রমান উত্থাপন করা হয়েছে তার সবই অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষা। কেবল মাটির ব্যপারেই সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া গেছে এবং এব্যাপারেই আলেমদের ইজমা হয়েছে। [কুরতুবী] অতএব মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর অন্য কিছুর উপর তায়াম্মুম করলে তা শুদ্ধ হবে কিনা সে ব্যাপারে ব্যপক সন্দেহ রয়েছে বরং দলীল প্রামানের আলোকে শুদ্ধ হবে না বলেই মনে হচ্ছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজীম আবাদী অতীব সুন্দর একটি সমাধান বর্ননা করেছেন। তিনি বলেন, (التَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ التُّرَابَ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ لِمَنْ وَجَدَ التُّرَابَ وَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِهِ) "এ মাসআলায় সঠিক কথা হলো, মাটি পাওয়া গেলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করাই আবশ্যক হবে অন্য কিছু ব্যবহার করা বৈধ হবে না।" কারণ, (فَالتَّيَمُّمُ عَلَيْهِ جَائِزٌ اتِّفَاقًا فَكَيْفَ يُتْرَكُ الْمُتَيَقَّنُ بِالْمُحْتَمَلِ) "মাটির উপর তায়াম্মুম করা বৈধ হওয়ার ব্যপারে সকলে একমত হয়েছেন। অতএব নিশ্চিত বিষয়কে পরিত্যাগ করে সন্দেহের মধ্যে কেনো পতিত হবে।" পরে তিনি বলেন, মাটি না পেলে বালু বা পাথর ব্যবহার করবে। তাও না পেলে উপরে সয়ীদ এর ব্যাখ্যায় যা কিছু বলা হয়েছে তার কোনো একটি ব্যবাহার করবে। (যেহেতু ওযু গোসল তায়াম্মুম ইত্যাদি কোনো ধরনের পবিত্রতা ছাড়াই নামায পড়ার চেয়ে সন্দেহজনক তায়াম্মুমের উপর ভিত্তি করাও ভালো।) তাও না পেলে কোনো কিছু না করেই ছলাত আদায় করবে। [আওনুল মাবুদ] তবে মাটি না পেলে অন্য কিছু পাওয়া যাক বা না যাক সঠিক মতে তার অবস্তা হবে (فاقد الطهورين) তথা ওযু-গোসল ও তায়াম্মুম উভয় প্রকার পবিত্রতা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তির মত। সেক্ষেত্রে উপরোক্ত পন্থায় সন্দেহজনক তায়াম্মুম করে বা কিছুই না করে ওয়াক্তের মধ্যে সলাত আদায় করে নেওয়া বা তখনই আদায় না করে পরবর্তীতে পানি পেলে কাযা আদায় করার স্বাধীনতা থাকবে।

- ভূপৃষ্ঠ থেকে তুলে আনা মাটি অন্য কোনো স্থানে থাকলে তা দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ

উপরে আমরা বলেছি ভূপৃষ্ঠের উপর তায়াম্মুম করো এর অর্থ হো মাটির উপর তায়াম্মুম করো। একারণে মাটি যদি ভূপৃষ্ঠ ছাড়া অন্য কোথায় থাকে যেমন মাটির দেওয়ালে,

ফুলের টবে ইত্যাদি তবে তা দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ হবে। আল-কুরতুবী বলেন, (وَأَمَّا التُّرَابُ الْمَنْقُولُ مِنْ طِينٍ أَوْ غَيْرِهِ فَجُمْهُورُ الْمَذْهَبِ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِهِ) "মালেকী মাজহাবের বেশিরভাগ আলেমের মতে ভূপৃষ্ঠ থেকে ভিন্ন স্থান স্থানান্তর করা হয়েছে এমন মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা যায়। [তাফসীরে কুরতুবী] এছাড়া আল-মুগনী ও অন্যান্য ফিকহী গ্রন্থে বাতাসে উড়ে আসা মাটি ধরে তা দ্বারা তায়াম্মুম করার পক্ষে যে মত বর্ণিত আছে তার মাধ্যমেও বোঝা যায় তারা স্থানান্তরিত মাটির উপর তায়াম্মুম করা বৈধ মনে করেছেন। হাম্বালী মাজহাবে এতদূর পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, (فَإِنْ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى لِبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ جَوَالِقَ أَوْ بَرْذَعَةٍ أَوْ فِي شَعِيرٍ، فَعَلِقَ بِيَدَيْهِ غُبَارٌ، فَتَيَمَّمَ بِهِ، جَازَ) "যদি কেউ তোষক, পোষাক, বাস্তা, বিছানা, শস্যদানা ইত্যাদির উপর হাত মারে আর তার হাতে মাটির গুড়া লেগে যায় তবে তা দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ হবে।" [আল-মুগনী] ইবনে কুদামা বলেন, (وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ التُّرَابِ حَيْثُ كَانَ) আহমাদ ইবনে হাম্বালের কথা থেকে বোঝা যায় তায়াম্মুমের জন্য (হাতে) মাটি (লেগে থাকা) শর্ত তা যেখান থেকেই হোক। [আল-মুগনী] অতএব, যদি পোষাকের উপর হাত মারলে হাতের প্রচুর পরিমাণ ধুলা জমে আর সেটা মাটি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় তবে তায়াম্মুম বৈধ হবে।

এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো ঐ হাদীসটি যাতে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ দেওয়ালের উপর তায়াম্মুম করেছেন। যেহেতু দেওয়ালে যে মাটি থাকে তা ভূপৃষ্ট থেকে স্থানান্তরিত মাটি। এ হিসেবে বলা যায়। বাস, ট্রেন বা প্লেনে ভ্রমণের সময় সতর্কতার জন্য সাথে কিছু পরিমাণ মাটি বহন করলে তাতে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল এমনকি

- তায়াম্মুমর অঙ্গে কম বেশি মাটি পৌছানো শর্ত।

মহান আল্লাহ বলেন, (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) "ভূপৃষ্ঠে আঘাত করে তাদ্বারা মুখ ও হাত মাসেহ করো।" [মায়েদা/৬] আয়াতের (منه) তথা "তা থেকে" বা "তা দ্বারা" শব্দ থেকে বোঝা যায় যার উপর তায়াম্মুম করা হবে মাসেহে তা ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ হাত দ্বারা মাসেহ করার সময় হাতে ঐ বস্তুর কিছু গুড়া বা ধুলা লেগে থাকতে হবে। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের এটাই মত। একারনে তারা বলেন,

(لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِتُرَابٍ طَاهِرٍ ذِي غُبَارٍ يَعْلَقُ بِالْيَدِ) "হাতে লেগে যায় এমন ধুলো বিশিষ্ট মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ নয়।" [মুগনী] তবে হানাফী ও মালেকী মাযহাবের আলেমরা এটা শর্ত মনে করেননি। বরং মাটিতে হাত রেখে মুখ ও হাত মাসেহ করাই তারা যথেষ্ট মনে করেছেন। হাতে কিছু লেগে থাক বা না থাক। একারনে তারা ভুপৃষ্টের উপরিভাগে অবস্তিত মসৃন পাথরের উপরে তায়াম্মুম করাও বৈধ বলেছেন। প্রশ্ন হলো, তাহলে মাটিতে হাত মারতে বলা হয়েছে কেন? উত্তরে তারা বলেন, (ضرب اليدين علي الأرض تعبدا) "মাটিতে হাত মারার বিষয়টি কেবলই ইবাদতের উদ্দেশ্যে।" [আহকামুল কুরআন,ইবনে আরাবী] অর্থাৎ এর কোনো কারন নেই। চিন্তা করলে দেখা যাবে এভাবে বিষয়টিকে কারণহীন বলা অপেক্ষা হাতে কিছু লাগানোর জন্যই যে ভূপৃষ্টে আঘাত করতে বলা হয়েছে এই ব্যাখ্যা অধিক যৌক্তিক। অন্য আরও একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই মতটি অধিক সঠিক প্রমানীত হয়। তা হলো, (قياس التيمم علي الوضوء) "তায়াম্মুমের বিষয়টি ওযুর সাথে কিয়াস করা।" [বিদায়াতুল মুজতাহিদ] অর্থাৎ যেহেতু অযুতে মাথা মাসেহ করার সময় হাতে পানি থাকা সবার মতেই শর্ত। তেমনি তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে মাসেহ করার সময় হাতে যা দ্বারা তায়াম্মুম করা হচ্ছে তার কিছু লেগে থাকা শর্ত হবে। দেখা যাচ্ছে আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ, মাটিতে হাত মারার স্বাভাবিক কারন এবং ওযুর সাথে কিয়াস ইত্যাদি নানা দিক থেকে হাতে মাটি লেগে থাকার মতটি প্রাধান্য পায়। ভিন্ন মতের আলেমরাও কিছু দলীল পেশ করেছেন। তবে তার সবই সম্ভাবনা ময় ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যেমন হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ দেওয়ালের উপর তায়াম্মুম করেছেন। তারা বলেন, মদীনার দেওয়ালগুলো কালো পাথরের তৈরী। অতএব তাতে কোনো ধুলাবালী লেগে থাকার কথা নয়।উপরে আমরা বলেছি, এ দাবী নিশ্চিতভাবে প্রমানীত নয়। দেওয়ালটি মাটিরও হতে পারে আবার পাথরের হলেও দুই পাথরের মাঝে মাটির প্রলেপ থাকতে পারে। হতে পার রসুলুল্লাহ ﷺ তার উপরই তায়াম্মুম করেছেন। [মিরয়াতুল মাফাতীহ] অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ মাটিতে হাত মারার পর (وَنَفَخَ فِيهِمَا) "দুই হাতে ফু দিয়ে হাত ঝেলে ফেললেন।" [বুখারী] তারা বলেছেন, এ থেকে বোঝা যায় তায়াম্মুমের জন্য হাতে মাটি লেগে থাকা শর্ত নয়। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ ফু দিয়ে মাটি ঝেড়ে ফেলেছেন। সঠিকভাবে

চিন্তা করলে দেখা যাবে, এ দাবী প্রমানীত নয়। যেহেতু (وَالنَّفْخُ لَا يُزِيلُ الْغُبَارَ الْمُلَاصِقَ، وَذَلِكَ يَكْفِي) "হাতে লেগে থাকা (সম্পুর্ন মাটি) কেবল ফু দিয়ে দুর করা সম্ভব নয়। আর অবশিষ্ট মাটিই যথেষ্ট।" [মুগনী] অতএব এই হাদীসের মাধ্যমে এমন প্রমানীত হয় না যে, তায়াম্মুমের সময় হাতে আদৌ মাটি লেগে থাকার দরকার নেই। এর মাধ্যমে কেবল এতটুকু প্রমানীত হয় যে, তায়াম্মুমের সময় অল্প পরিমান মাটি হলেই যথেষ্ট। মাটি মেখে শরীর সাদা করে ফেলার কোনো প্রয়োজন নেই। বস্তুত এমন বোঝানোর জন্যই হাদীসটি এসেছে। যেহেতু আম্মার ﷺ সারা শরীরে মাটি মাখিয়েছিলেন। তার পরিপেক্ষিতেই রসুলুল্লাহ ﷺ কতটুকু মাটি ব্যবহার করা যথেষ্ট এই হাদীসে তা বলে দিয়েছেন।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

মহান আল্লাহ বলেন, (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) "পবিত্র মাটি দ্বারা মুখ ও দুই হাত মাসেহ করার মাধ্যমে তায়াম্মুম করো।" [মায়েদা/৬] এই আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসে তায়াম্মুমের যে পদ্ধতি বর্নিত আছে তাতে ছয়টি কাজ রয়েছে। যার মধ্যে চারটি ফরয। নিচে এসব কাজের বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. নিয়ত করা ফরজ

আওযায়ী, হাসান, যুফার প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ছাড়া (وَسَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إِيجَابِ النِّيَّةِ فِيهِ) "সকল উলামায়ে কেরাম বলেছেন, তায়াম্মুমে নিয়ত করা ফরয।" [মুগনী] চার মাযহাবের আলেমের নিকট গ্রহনযোগ্য মত এটিই। অর্থাৎ ওযু বা গোসলের নিয়ত শর্ত হওয়ার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের যে দ্বিমত আছে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে তা নেই। যেহেতু ওযু গোছলের চেয়ে তায়াম্মুমের ব্যাপারে বাহ্যিক উদ্দ্যেশ্য না থাকার বিষয়টি আরও স্পষ্ট। আর আমরা বলেছি, যে আমলের বাহ্যিক উদ্দেশ্য না থাকে তাতে নিয়ত শর্ত হয়।

ওযু বা গোসলের মাধ্যমে যে ধরনের পবিত্রতা হাসিল হয় পানির অবর্তমানে তায়াম্মুমকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এক কথায় তায়াম্মুমকে হাদাস ও জানাবাত উভয় প্রকার

অবস্থা থেকে পবিত্রতার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গন্য করা হয়েছে। তায়াম্মুম করার সময় এই ধরনের পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্য থাকতে হবে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে কেবল হাতে মুখে মাটি মাখা বা কাজ কর্ম করতে গিয়ে এমনিতেই মাটি লেগে গেলে তার মাধ্যমে তায়াম্মুমের বিধান আদায় হবে না। একেই বলা হয় নিয়ত।

এখণ প্রশ্ন হলো, হাদাস ও জানাবাত এই দুই প্রকার অপবিত্রতার মধ্যে কোনটির বদলে তায়াম্মুম করা হচ্ছে তায়াম্মুমের সময় তা কি স্মরণ রাখতে হবে? হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব মতে এটা স্মরণ রাখা শর্ত নয়। যেহেতু (موجبهما واحد) "উভয় প্রকার অপবিত্রতা এখানে নির্দিষ্ট একটি কাজই (অর্থাৎ তায়াম্মুম) আবশ্যক করছে।" [রওদা] অতএব পবিত্রতার উদ্দেশ্য তায়াম্মুম করছি এতটুকু উদ্দেশ্য থাকায় যথেষ্ট। কি ধরনের অবিত্রতা ছিলো বা কি কারণে অপবিত্র হয়েছিলো তা স্মরণ রাখার প্রয়োজন নেই। বিষয়টা ওযুর ক্ষেত্রে (كالبول والغائط) "প্রশাব ও পায়খানার মত।" [মুগনী] অর্থাৎ পায়খানা ও প্রসাবে একই কাজ তথা ওযু আবশ্যক হয়। তাই ওযুর নিয়তে অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হচ্ছি এতটুকু নিয়ত রাখাই যথেষ্ট হয়। পায়খানা বা প্রশাবের মধ্যে ঠিক কোন কারণটি ঘটেছে তা স্মরণ রাখা কারও মতেই শর্ত নয়। একইভাবে যেহেতু তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে পায়খানা প্রশাব জানাবাত হায়েজ নেফাস ইত্যাদি সকল বিষয়ের একমাত্র সমাধান হিসেবে তায়াম্মুম করতে বলা হয়েছে। অতএব তায়াম্মুমের নিয়তে এর কোনো একটি ঘটার কারণে অপবিত্র অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এতটুকু স্মরণ রেখে ঐ অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্য করাই যথেষ্ট হবে। নির্দিষ্টভাবে প্রশাব-পায়খান, জানাবাত, হায়েজ-নেফাস ইত্যাদি কারণের মধ্যে ঠিক কোনটি ঘটেছে তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, ওযু ফরয নাকি গোসল ফরয এটা স্মরন রাখা জরুরী। কেউ কেউ এমনকি জানাবাত নাকি হায়েজ তাও স্মরণ রাখা আবশ্যক করেছেন। অথচ উভয় ক্ষেত্রে একই বিধান তথা গোসল আবশ্যক হয়। উপরোক্ত যুক্তির আলোকে এসবই দুর্বল প্রমানীত হয়।

হানাফী মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন, (لَوْ تَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ مَرِضَ مَرَضًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ لَمْ يُصَلِّ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ) "যদি কেউ পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করে আর পরে সে এমন অসুস্থা

হয়ে পড়ে যাতে তায়াম্মুম বৈধ হয় (আর পানি পেয়ে যায়) তাহলে আগের তায়াম্মুমে নামায পড়া তার জণ্য বৈধ নয়।" [দুররে মুখতার] বিপরীতে এমনও বলা হয়েছে যে, (فَإِذَا تَيَمَّمَ لِلْمَرَضِ أَوْ لِلْبَرْدِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ ثُمَّ فَقَدَ الْمَاءَ ثُمَّ زَالَ الْمَرَضُ أَوْ الْبَرْدُ يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ) "যদি কেউ রোগ বা ঠান্ডা লাগার ভয়ে পানি থাকতেও তায়াম্মুম করে আর পরবর্তিতে এমন জায়গায় পৌছায় যেখানে পানি নেয় কিন্তু তার রোগ সেরে যায় তবে তার তায়াম্মুম ভেঙে যাবে।" [বাহরে রায়েক] অর্থাৎ তারা ঠিক কি ওজরের কারণে তায়াম্মুম করা হচ্ছে সেটিও স্মরণ রাখা শর্ত করেছেন। এটা অত্যান্ত উদ্ভদ একটা মন্তব্য। যেহেতু পুর্বে আমরা বলেছি তায়াম্মুমের বিধানে পানি না পাওয়া আর পানি ব্যবহার করতে না পারা দুটোই আসলে একই বিষয়। এ কারণে অনেক হানাফী আলেম বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে আগের তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে। (لِأَنَّهُ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ مَعْنًى فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ) "যেহেতু (পানি ব্যবহার করতে না পারা) পানি না পাওয়ারই মত। তাই তা পানি না পাওয়ার মধ্য অন্তর্ভুক্ত হবে।" [দুররে মুখতার]

জমহুর উলামায়ে কেরাম বলেছেন, পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করা শুদ্ধ হবে না। তারা বলেছেন, (لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ) "যেহেতু তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল হয় না।" [মুগনী] বরং অস্থায়ী ভাবে নামায পড়ার অনুমতি পাওয়া যায় মাত্র। একারণে পানি পেলে পুর্বের অপবিত্রতা ফিরে আসে। তাই তায়াম্মুম বাতিল করে ওযু গোসল করে নিতে হয়। হানাফী মাযহাব মতে পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে তায়াম্মুম বৈধ হবে। যেহেতু অস্থায়ী ভাবে হলেও তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল হয়। এই মতটিই সঠিক। যেহেতু হাদীসে তায়াম্মুমকে পবিত্রতা হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ) "পবিত্র ভুপৃষ্ঠ মুসলমানের জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম।" [তিরমিযী] অতএব পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্য তায়াম্মুম করা হচ্ছে যে কোনোভাবে এটা বোঝা গেলেই তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে। একারণে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় এসব কাজে তার কোনো একটি উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করা হলেই তার মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল হবে ফলে ঐ তায়াম্মুম দ্বারা অন্য সকল কাজ করা যাবে। যেমন, কুরআন স্পর্ষ করার উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করা হলে ঐ তায়াম্মুমে নামায আদায়

করা যাবে। যেহেতু এখানে পবিত্রতা অর্জনই উদ্দেশ্য ছিলো। এটা শাফেয়ী মাযহাবের একটি মত। তবে এ ব্যাপারে ব্যাপক দ্বিমত রয়েছে। অনেকে বলেছেন, এই ব্যক্তি কোরআন স্পর্ষ করতে পারবে কিন্তু নামায পড়তে পারবে না। শরীয়তের মানদন্ডে এটা একটি উদ্ভট দাবী। যেহেতু ঐ ব্যক্তি ঐ তায়াম্মুমের মাধ্যমে হয়তো পবিত্র হবে ফলে কুরআন স্পর্শ করার সাথে সাথে নামাযও পড়তে পারবে যেহেতু পবিত্রতা হাসিল হলে উভয় কাজই করা যায়। নয়তো অপবিত্রই থেকে যাবে। ফলে নামাযও পড়তে পারবে না কুরআনও স্পর্শ করতে পারবে না। যেহেতু নামাযের মতই কুরআনও পবিত্র অবস্থায়ই স্পর্শ করতে হয়।

২. মাটিতে দুই হাত আঘাত করে মাটি গ্রহন করা সুন্নাত

সুন্নাতী তরীকা হলো, (التيمم بضربة) "তায়াম্মুমের সময় (হাতে মাটি লাগানোর উদ্দেশ্য) মাটিতে (দুই হাত কমপক্ষে) একবার আঘাত করা।" [মুগনী] যেহেতু আম্মার ﵁ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ﷺ তায়াম্মুমের সময় (ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً) "দুইহাত দ্বারা মাটিতে একবার আঘাত করলেন।" তারপর তা দ্বারা হাত ও মুখ মাসেহ করলেন। [মুসলিম] আম্মার রাঃ থেকে অন্যান্য বর্ণনায় অবশ্য দুই বার আঘাত করার কথাও এসেছে তবে, (أَكْثَرُ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ عَنْ عَمَّارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا فِيهَا ضَرْبَةٌ واحدة) আম্মার ﵁ থেকে এই হাদীসের বেশিরভাগ বর্ণনায় একবার আঘাত করার কথাই এসেছে। [তামহীদ] তাছাড়া সহীহ সনদে আম্মার ﵁ এর নিজের তায়াম্মুম সম্পর্কে বর্ণিত আছে (فَمَسَحَ بِيَدَيْهِ التُّرَابَ ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ) তিনি মাটিতে হাত ঘসে তা ছেড়ে ফেললেন তারপর তা দ্বারা তার মুখ ও দুই হাত মাসেহ করলেন। [মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা] এটা প্রমাণ করে আম্মার ﵁ মাটিতে একবার হাত মারার ঘটনায় বর্ণনা করেছেন। ইবেন হাযার আসক্বালানী বলেন, (وَفِيهِ الِاكْتِفَاءُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي التَّيَمُّمِ وَنَقله بن الْمُنْذر عَن جُمْهُور الْعُلَمَاءِ) এই হাদীস প্রমাণ করে তায়াম্মুমে মাটিতে একবার আঘাত করাই যথেষ্ট ইবনে মুনযির বলেছেন এটাই জমহুর আলেমের মত। [ফাতহুল বারী]

তবে জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (التَّيَمُّمُ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ) "তায়াম্মুম হলো মাটিতে দুইবার আঘাত করা। একবার মুখমন্ডলের জন্য আর অন্যবার কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করার জন্য। [দারে কুতনী] হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য। ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে, (ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ) "রসুলুল্লাহ ﷺ দেওয়ালের উপর একবার আঘাত করে মুখমন্ডল মাসেহ করলেন, তারপর আবার আঘাত করে দুই যিরা (হাতের কনুই পর্যন্ত) মাসেহ করলেন। [আবু দাউদ] এই হাদীসের রাবী মুহাম্মদ ইবনে ছাবিত সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের মাঝে দ্বিমত আছে। অর্থাৎ হাদীসটি একবাক্যে অগ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ইবনে উমর ﷺ থেকে সহীহ সনদে মাওকুফভাবে বর্ণিত আছে প্রথমবার মাটিতে হাত দ্বারা আঘাত করে মুখমন্ডল মাসেহ করার পর তিনি (ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً أُخْرَى) "আরো একবার মাটিতে হাত মারলেন" এবং কুনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করলেন) [মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বা] উপরের হাদীসটির সাথে এই হাদীসটি মেলালে প্রমাণিত হয় ইবনে উমর ﷺ নিজ থেকে এই আমল করেনি বরং রসুলুল্লাহ ﷺ কে করতে দেখেছেন। অতএব বলা যায় মুখমন্ডল ও দুই হাত মাসেহ করার জন্য পৃথকভাবে মাটিতে দুইবার আঘাত করা সুন্নাত তবে একবার আঘাত করাই যথেষ্ট। আম্মার ﷺ এর হাদীসে মূলত কতটুকু যথেষ্ট তা দেখানো হয়েছে যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ সেখানে বলেছেন, (إنما كان يكفيك) "তোমার জন্য যথেষ্ট হতো"। অতএব উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ দুই বার মাটিতে আঘাত করেছেন এটা এমন প্রমাণ করে না যে একবার আঘাত করলে তায়াম্মুম হবে না যেভাবে (كَمَا أَنَّ وُضُوءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا ثَلَاثًا لَا يَنْفِي الْإِجْزَاءَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ) "যেভাবে রসুলুল্লাহ ﷺ তিন বার তিন বার করে ওজু করেছেন এর মাধ্যমে এমন প্রমাণ হয় না যে একবার করে ওজু করা যথেষ্ট হবে না। [আল-মুগনী] তবে দুয়ের অধিকবার মাটিতে আঘাত করার ব্যাপারে কোনো হাদীস নেই। ইমাম শাওকানী বলেন, (قال الإمام يحيى إنه لا دليل يدل على ندبة التثليث في التيمم) "ইমাম ইয়াহিয়া বলেন, তায়াম্মুমে (ওজুর মতো) তিনিবার করা উত্তম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলীল নেই"। [নাইলুল আওতার] অতএব দুয়ের অধিকবার আঘাত করা সুন্নাতের খিলাফ কিন্তু এমন করলে তাতে

তায়াম্মুম হয়ে যাবে (لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِيصَالُ التُّرَابِ إِلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ، فَكَيْفَمَا حَصَلَ جَازَ، كَالْوُضُوءِ) যেহেতু এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো, তায়াম্মুমের অঙ্গে মাটি পৌছে দেওয়া। যেভাবে ওজুতে পানি পৌঁছে দেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব যে কোনো ভাবে সে উদ্দেশ্য হাসিল হলে যথেষ্ট হবে।" [মুগনী]

"মুল উদ্দেশ্য তায়াম্মুমের অঙ্গে মাটি পৌছে দেওয়া" এই কথাটির উপর সামান্ন চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, মাটিতে আঘাত করেই হাতে মাটি লাগাতে হবে এবং পরবর্তিতে সেই হাত দ্বারা তায়াম্মুমের অঙ্গসমুহ মাসেহ করতে হবে তা না হলে তায়াম্মুম হবে না এমন নয়। আসলে এভাবে মাটিতে আঘাত করে তায়াম্মুম করা সুন্নাত। আর ফরয হলো, যে কোনোভাবে তায়াম্মুমের অঙ্গসমূহ মাটি দ্বারা মাসেহ করা। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন। একারণেই তায়াম্মুম বৈধ হবে (ان تمعك في التراب) "যদি কেই মাটিতে (হাত মুখ) ঘসা মারে।" [রওদাহ] যেহেতু এখানে মাটি দ্বারা মাসেহ করার নির্দেশ পালিত হচ্ছে। আম্মার ﵁ বর্নিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলন, (فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ) "জুনুবী অবস্থায় তায়াম্মুমের উদ্দেশ্যে আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলাম। যেভাবে জন্তু যানোয়ার মাটিতে গড়াগড়ি দেয়।" পরবর্তীতে রসুলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে বলেন, তোমার জন্য মাটিতে হাত মেরে মুখ ও হাত মাসেহ করাই যথেষ্ট হতো। [বুখারী ও মুসলিম] এই হাদীসে দুটি শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। **এক.** তায়াম্মুমের আয়াতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভাষাভিত্তিক ভাবে তা থেকে মাটিতে গড়াগড়ি বা ঘষাঘষি করাই যথেষ্ট মনে করার সুযোগ আছে। **দুই.** রসুলুল্লাহ ﷺ আম্মার ﵁ এর একাজকে বাতিল করেননি। এটা হবে না বা এর বদলে এমন করতে হবে এ কথাও বলেন নি বরং বলেছেন এমন করাই যথেষ্ট হতো। এ থেকে বোঝা যায় আম্মার ﵁ যা করেছেন তাতেও তায়াম্মুম হয়ে গেছে। এটা প্রমাণ করে মাটিতে হাত মেরে তা দ্বারা মুখ ও হাত মাসেহ করার বদলে মুখ ও হাত মাটিতে ঘষা মারাও যথেষ্ট। বেশীরভাগ আলেমের এটাই মত আর এটাই সঠিক। এ হিসেবে বলা যায়, মাটিতে হাত ও মুখ ঘষাঘষি করা, মটির ঢেলা হাতে নিয়ে সরাসরি মাটি দ্বারা মুখ মাসেহ করান, বাতাসে উড়ে আসা ধুলো হাত দ্বারা গ্রহণ করে তা দ্বারা মাসেহ করা ইত্যাদি যে কোনো পন্থায়

তায়াম্মুম হয়ে যাবে। যদি তাতে মাটি দ্বারা বা মাটি মাখা কোনো জিনিস যেমন হাত বা অন্য কিছু দ্বারা মাসে করার বিষয়টি বিদ্যমান থাকে।

তায়াম্মুমের অংগে মাটি পৌছে দেওয়াই উদ্দেশ্য। এর উপর ভিত্তি করে অনেক আলেম বলেছেন, এভাবে আঘাত না করেই বাতাসে উড়ে বা অন্য কোনোবাবে মাটি এসে সারা মুখে লেগে গেলে যদি লাগার আগ মুহুর্তে তায়াম্মুমের নিয়ত করে নেয় (احْتَمَلَ أَنْ يُجْزِئَهُ) "তবে তায়াম্মুম বৈধ হতে পারে।" যেভাবে গোসলের নিয়ত করে বৃষ্টিতে ভিজলে গোসল হয়ে যায়। তবে (وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ بِهِ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمَسْحِ بِهِ) "সঠিক কথা হলো এটা যথেষ্ট হবে না যেহেতু সে এখানে মাসেহ করেনি আর আল্লাহ মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। [মুগনী] উপরে আমরা বলেছি ডলা বা ঘষা ছাড়াও কেবল মাটি ঢাললেই তাকে ধৌত করা বলা যায় তাই বৃষ্টিতে ভিজলে গোসল হয়ে যায় কিন্তু হাত বা অন্য কিছু দ্বারা ডলা বা ঘষা ছাড়া মাসেহ বলা যায় না তাই মাসেহের ক্ষেত্রে ডলা বা ঘষা শর্ত আর এখানে যেহেতু সে শর্ত পালিত হচ্ছে না তাই তায়াম্মুম হবে না। যেভাবে আমরা বলেছি, মাথা মাসেহের বদলে মাথঅয় পানি ঢেলে নিলে ওজু হবে না। এখন যদি বাতাসে উড়ে আসা ধুলো মুখে পড়ার পর তার উপর মাসেহ করে তবে (احْتَمَلَ أَنْ يُجْزِئَهُ؛ لِأَنَّهُ مَسَحَ) "সম্ভাবনা আছে যে তায়াম্মুম হয়ে যবে যেহেতু সে মাসেহ করেছে" আবার (وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ) সম্ভাবনা আছে যে যথেষ্ট হবে না। [মুগনী] যেহেতু মহান আল্লাহ মাটি গ্রহণ করে তা দ্বারা মাসেহ করতে বলেছিলেন। অর্থাৎ মাসেহ করার সময় হয়তো সরাসরি মাটি দ্বারা মাসেহ করতে হবে অথবা মাটি মাখা হাত বা অন্য কিছু দ্বারা মাসেহ করতে হবে। এখানে তা করা হচ্ছে না বরং মুখের লেগে থাকা মাটির উপর মাসেহ করা হচ্ছে। তাই এখানে তায়াম্মুম হবে না। এই মতটিই সঠিক। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

- মাটিতে হাত মারার পর কিছু মাটি ঝেড়ে ফেলা বা ফু দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ মাটিতে হাত মারার পর (نَفَخَ فِيهِمَا) "দুই হাতে ফু দিলেন" [বুখারি] অন্য বর্ণনায় এসেছে, (فَنَفَضَهَا) "দুই হাত ঝেড়ে ফেললেন" [আবু দাউদ, সহীহ] ইবনে কুদামা বলেন, (إذَا عَلَا عَلَى يَدَيْهِ تُرَابٌ كَثِيرٌ، لَمْ يُكْرَهْ نَفْخُهُ) "যদি তার দুই

হাতে বেশি পরিমাণ মাটি লেগে থাকে তবে ফু দিতে সমস্য নেই” আর যদি (كان خفيفا) “মাটির পরিমাণ কম” তবে (يكره نفخه) “ফু দেওয়া মাকরুহ হবে” আর যদি (فَإِنْ ذَهَبَ مَا عَلَيْهَا بِالنَّفْخِ، لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يُعِيدَ الضَّرْبَ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمَسْحِ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّعِيدِ) “ফু দিলে সমস্ত মাটি উড়ে যায় তবে আবার মাটিতে হাত না মেরে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে না যেহেতু কিছা মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করাই তার উপর আবশ্যক। [আল-মুগনী]

৩. মুখমন্ডল মাসেহ করা ফরজ

তায়াম্মুমে মুখমন্ডল মাসেহ করা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। যেহেতু আয়াতে এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ তায়াম্মুমে মুখমন্ডল মাসেহ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। তবে ওজুতে মাথা মাসেহ করার মতোই তায়াম্মুমে সম্পূর্ণ মুখমন্ডল মাসেহ করতে হবে নাকি কিছু অংশ সে ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। দুই হাত মাসেহ করার ব্যাপারেও অনুরুপ দ্বিমত আছে। পরবর্তীতে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

অনেক আলেম মুখমন্ডল মাসেহ করার সময় ঝুলন্ত দাড়ির উপরও হাত বুলাতে বলেছেন। মালেকী মাজহাবে বিষয়টিকে ফরজ পর্যন্ত বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো হাদীসে সরাসরি এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাছাড়া ওজুর অধ্যায়ে আমরা বলেছি ঝুলন্ত দাড়ি মুখমন্ডলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয় তাই তা ধৌত করা আবশ্যক নয়। এক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য আর আল্লাহই ভাল জানেন।

4. দুই হাত মাসেহ করা ফরজ

দুই হাত মাসেহ করা ফরজ এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। তবে কতদূর মাসেহ করতে হবে সে ব্যাপারে ব্যাপক দ্বিমত রয়েছে। এ বিষয়ে দ্বিমতের কারণ, প্রথমতো তায়াম্মুমের আয়াতে সাধারনভাবে কেবল বলা হয়েছে, (وأيديكم) “আর হাত মাসেহ করো” কিন্তু ওজুর মতো এক্ষেত্রে কোনো সীমা উল্লেখ করা হয়নি। অনেকে মনে করেছেন বগল বা কাধ পর্যন্তই ধৌত করতে হবে। যেহেতু (ذلك حد اليد لغة) “ভাষাভিত্তিকভাবে হাত বলতে ঐ পর্যন্তই বোঝায়”। [নাইলুল আওতার] আম্মার رضي الله عنه

বর্ণিত একটি হাদীসে এর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলিমরা (فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ) "কাধ ও বগল পর্যন্ত সম্পূর্ণ হাত মাসেহ করেন"। [আবু দাউদ] তবে যতদূর মনে হয় মুসলিমরা নিজ থেকে এই আমল করেছিলেন, (لَمْ يَكُنْ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ) "এটা রসুলুল্লাহ ﷺ এরনির্দেশ ছিলো না" [আওনুল মা'বুদ] যেভাবে আম্মার ﷺ সম্পূর্ণ শরীরের মাটি মাখিয়েছিলেন। পরবর্তীতে রসুলুল্লাহ ﷺ কতটুকু মাসেহ করা যথেষ্ট তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আর যদি এটা রসুলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশেও হয়ে থঅকে তবু (فكل تيمم صح عن النبي بعده فهو ناسخ له) "পরবর্তীতে রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে যত তায়াম্মুমের বর্ণনা পাওয়া যায় তার কারণে তা মানসুখ বলে গণ্য হবে" [ফাতহুল বারী] এটা মানসুখ হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো আম্মার ﷺ থেকে বিভিন্ন হাদীষে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে দুই হাতের পাতা মাসেহ করে দেখিয়েছিলেন। এই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় অবশ্য কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার কথাও আছে। তবে পাতা পর্যন্ত মাসেহ করার বর্ণনায় অধিক। তছাড়া পরবর্তীতে আম্মার ﷺ নিজেই নিজে তায়াম্মুম করার সময় (وَيَدَيْهِ وَلَمْ يَمْسَحْ ذِرَاعَيْهِ) "হাত মাসেহ করেছেন কিন্তু কনুই পর্যন্ত মাসেহ করেননি" [মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বা] এটা প্রমাণ করে সেদিন রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে কনুই পর্যন্ত নয় বরং কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করাই দেখিয়েছিলেন। তা না হলে তিনি নিজে এর উপর আমল করতেন না। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় তায়াম্মুমে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করাই যথেষ্ট। হাম্বালী মাজহাবের এটাই মত। ইমাম শাফেয়ী থেকেও একটি বর্ণনা এমন। তবে শাফেয়ী মাজহাব সহ অন্য তিন মাজহাবের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা আবশ্যক। এক্ষেত্র তারা ওজুর সাতে কিয়াস করেছেন। তবে (قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار) এটা নাস (শরীয়তের স্পষ্ট বক্তব্য) বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। [ফাতহুল বারী] তাছাড়া ওজুতে যেসব অঙ্গ ধৌত করা ফরজ তার সবই তায়াম্মুমে মাসেহ করা ফরজ হয় না যেমন মাথা ও পা অতএব ওজুতে একটি অঙ্গ যতটুকু ধৌত করতে হয় তায়াম্মুমেও তা ততদূর মাসেহ করতে হবে এমন বলার সুযোগ নেই। গোসলের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো স্পষ্ট যেহেতু। গোসলে সারা শরীর ধৌত করতে হয় কিন্তু গোসলের বদলে তায়াম্মুম করার সময় সারা শরীরে মাটি মাখাতে হয়

না। এখঅনে তারা ঐ সকল হাদীষও উল্লেখ করেন যাতে রসুলুল্লাহ ﷺ কনুই পর্যন্ত মাসেহ করেছেন বলে উল্লেখ আছে। উপরে আমরা সেসব বর্ণনা উল্লেখ করেছি তবে তার মাধ্যমে বিষয়টি ফরজ প্রমাণিত হয় না। বরং এটাই প্রমাণিত হয় যে কনুই পর্ষ্নত মাসেহগ করা সুন্নাত তবে কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করাই যথেষ্ট।

- তায়াম্মুমের অঙ্গসমূহ পরিপূর্ণভাবে মাসেহ করা শর্ত নয়।

বেশিরভাগ আলেম তায়াম্মুমের অঙ্গসমূহ পরিপূর্ণভাবে মাসেহ করা ফরজ বলেছেন। সে হিসেবে (تَرَكَ شَيْئًا مِنْ مَوَاضِعِ التَّيَمُّمِ قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا لَا يَجُوزُ) "তায়াম্মুমের অঙ্গের সামন্য পরিমাণও মাসেহ থেকে বাদ পড়লে বৈধ হবে না।" অতএব, (يَلْزَمُ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ وَنَزْعُ الْخَاتَمِ، وَلَوْ تُرِكَ لَمْ يَجُزْ) "হাতের আঙ্গুল খিলাল করা এবং আংটি থঅকলে তা খুলে ফেলা আবশ্যক হবে তা না হলে তায়াম্মুম বৈধ হবে না। তবে ইমাম আবু হানিফা থেকে একটি বর্ণনায় এসেছে, (أَنَّهُ إِذَا يَمَّمَ الْأَكْثَرَ جَازَ) "যদি বেশিরভাগ অংশ মাসেহ করে তবে যথেষ্ট হবে" যেহেতু (أَنَّ هَذَا مَسْحٌ، فَلَا يَجِبُ فِيهِ الِاسْتِيعَابُ كَمَسْحِ الرَّأْسِ) "এটা মাসেহ তাই এতে সম্পূর্ণ করা আবশ্যক হবে না যেমন মাথা মাসেহ (বা মোজার উপর মাসেহ) করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাসেহ করা আবশ্যক হয় না। [বাদায়ে সানায়ে] ইবনে মাসলামা থেকে বর্ণিত আছে (إِذَا كَانَ يَسِيرًا أَجْزَأَهُ) "অল্প কিছু পরিত্যাগ করলেও তায়াম্মুম হয়ে যাবে" [মাওয়াহিবুল জালীল] চিন্তা-ভাবনা করলে এই মতটিই সঠিক মনে হয় যেহেতু তায়াম্মুমে মাসেহ করার বিষয়টি ওজুতে যেসব অঙ্গ ধৌত করা হয় তার চেয়ে ওজুতে যেসব অঙ্গ মাসেহ করা হয় তার সাথে কিয়াস করাই অধিক যৌক্তিক। মাথা মাসেহের ব্যাপারে আমরা বলেছি সঠিক মতে কিছু অংশ মাসেহ করাই যথেষ্ট। মোজার উপর মাসেহ করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে যে দুই হাত দ্বারা কেবল উপরের অংশে একবার টান দেওয়াই যথেষ্ট। তায়াম্মুমে মাসহের বিষয়টিও এমন হওয়াই স্বাভাবিক। যেহেতু ধৌত করার সাথে মাসেহ করার অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া মাথা মাসেহের মতোই তায়াম্মুমের অঙ্গসমূহ মাসেহ করার ক্ষেত্রেও বি (بِ) শব্দ যুক্ত আছে যার মাধ্যমে আংশিক মাসেহ করার পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করা যায়। হাদীসে হাত মাসেহের যে বর্ণনা

দেওয়া হয়েছে তা থেকেও আংশিক মাসেহের পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেহেতু হাদীসে এসেছে,

فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَهَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ

রসুলুল্লাহ ﷺ মাটিতে হাত দ্বারা আঘাত করে হাত ছেড়ে ফেললেন তারপর দুই হাতের পাতার উপর বাম হাত দ্বারা ডান হাতে আর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে আঘাত করলেন পরে মুখমন্ডল মাসেহ করলেন। [আবু দাউদ, সহীহ]

এই হাদীসে বেশ কিছু শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, **এক.** মাটিতে আঘাত করার পর হাত ঝেড়ে ফেলা যদি সম্পূর্ণ মুখমন্ডল ও হাতে মাটি পৌঁছে দেওয়া শর্ত হতো তবে মাটি এভাবে ঝেড়ে না ফেলে যতদূর সম্ভব বেশি মাটি গ্রহণ করতে হতো। দুই. মাত্র একবার মাটিতে আঘাত করে প্রথমে দুই হাতের পাতা এবং পরে মুখমন্ডল মাসেহ করা। বলা বাহুল্য যে এক্ষেত্রে মুখমন্ডল মাসেহ করার সময় খুব কম মাটিই হাতে লেগে থাকবে। যদি সম্পূর্ণ মুখমন্ডল মাটি দ্বারা মাসেহ করা আবশ্যক হতো তবে উভয় অঙ্গের জন্য পৃথকভাবে মাটি গ্রহণ করাও আবশ্যক হতো। **তিন.** দুই হাতের পাতা মাসেহ করার সময় কেবল পাতার উপর হাত দ্বারা আঘাত করাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। এদিক সেদিক হাত ঘুরিয়ে ভালোমতো ডলা বা হাত খিলাল করার কথা বলা হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় হাতের পাতার সম্পূর্ণ অংশে মাসেহ করা শর্ত নয়। একারণে তায়াম্মুমে মাসেহ করার সময় হাতের আঙ্গুল খিলাল করাও ফরজ নয় (لِأَنَّ التَّخْلِيلَ لَا يُنَاسِبُ الْمَسْحَ الَّذِي هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيف) যেহেতু মাসেহ করার বিষয়টিই হালকা বিষয় তার সাথে খিলাল করা যথাপোযুক্ত মনে হয় না। [মাওয়াহিবুল জালিল]

5 তারতীব রক্ষা করা সুন্নাত

তারতীব অর্থ পরপর করা। উপরে আমরা বলেছি ওজুর ফরজ কাজসমূহ পরপর করা ফরজ অর্থাৎ অজুতে তারতীব ফরজ তবে গোসলে তা ফরজ নয়।

তায়াম্মুমে তারতিব সুন্নাত যেহেতু বিভিন্ন হাদীসে প্রথমে মুখ ও পরবর্তীতে হাত মাসেহ করার কথা বর্ণিত আছে। তার মধ্যে জাবির ﷺ এর হাদীস ও ইবনে উমর ﷺ বর্ণিত হাদীস আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এসব হাদীসের মাধ্যমে তারতিব কমপক্ষে সুন্নাত প্রমাণিত হয়।

তায়াম্মুমে তারতীব ফরজ কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত আছে। শাফেয়ী ও হাম্বালী মাজহাব মতে তায়াম্মুমে তারতীব ফরজ (قياسا على الوضوء) "ওজুর সাথে কিয়াস করে" [আল-কাফি, ইবনে কুদামা] অতএব, (فلو تركه ناسيا لم يصح على المذهب كما في الوضوء) "যদি কেউ তারতিব করতে ভুলে যায় তবে শাফেয়ী মাজহাব মতে ওজুর মতোই তার তায়াম্মুমও শুদ্ধ হবে না। [রওদা] হানাফী ও মালেকী মাজহাব মতে তায়াম্মুমে তারতিব ফরজ নয় তবে সুন্নাত। এই মতটিই সঠিক যেহেতু আম্মার ﷺ বর্নিত হাদীসে প্রথমে দুই হাতের পাতা মাসেহ করার কথা বলার পর বলা হয়েছে (ثم مسح بهما وجهه) "এরপর রসুলুল্লাহ ﷺ মুখ মন্ডল মাসেহ করলেন।" [বুখারী] এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাযার আসক্কালানী বলেন, (وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم) "এ থেকে বোঝা যায় তায়াম্মুমে তারতীব ফরজ নয়"। [ফাতহুল বারী] অন্য হাদীসে এসেছে আম্মার ﷺ বলেন, (تمرغت تمرغ الدابة) "আমি তায়াম্মুমের উদ্দেশ্যে জন্তু জানোয়ারের মতো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলাম।" এটা শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ তার এ কাজকে বাতিল বলেননি। কেবল বলেছেন, মাটিতে হাত মেরে মুখ ও হাত মাসেহ করাই যথেষ্ট হতো। [বুখারী ও মুসলিম] অর্থাৎ তিনি যা করেছেন তাতেও তায়াম্মুম হয়ে গেছে তবে অতটা না করলেও হতো। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে গড়াগড়ি দিয়ে সারা গায়ে মাটি মাখানোর সময় গোসলের মতোই তারতিব রক্ষা করা হয় না। এ থেকে বোঝা যায় গড়াগড়ি দিয়ে বা অন্য যেকোনোভাবে তায়াম্মুমের অঙ্গে মাটি মাখানোই যথেষ্ট তারতীব শর্ত নয়। তাছাড়া তায়াম্মু কেবল ওজুর বদলে করা হয় না বরং ওজু ও গোসল উভয়ের বদলে করা হয় আর উপরে আমরা বলেছি ওজুতে তারতীব ফরজ হলেও গোসলে তা ফরজ নয়। অতএব কোনো একটির উপর কিয়াস করা সম্ভব নয় আর পবিত্র কুরআনে মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করার যে বিধান দেওয়া হয়েছে যেখানে ওয়া (و) শব্দ উল্লেখ

করা হয়েছে যার অর্থ ‘এবং’ বা ‘ও’। সেখানে ছুম্মা (ثم) বা অন্য কোনো শব্দ বলা হয়নি যাতে নিশ্চিতভাবে একটির পর আরেকটি করতে হবে এমন প্রমাণিত হয়। ওজুর ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে যেহেতু বর্ণনার সময় পায়ের কথা শেষে বলা হয়েছে অথচ তা ধৌত করাই বিধান। যা থেকে মনে হয় তারতীব উদ্দেশ্য তা ছাড়া রসুলুল্লাহ ﷺ কখনও তারতীব ছাড়া ওজু করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এসব কারণে ওজুতে তারতীব ফরজ বলাই সঠিক মত। কিন্তু তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে তেমন কোনো যুক্তি তো নেয়ই উল্টো রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে তারতীব ছাড়াই তায়াম্মুম করার প্রমাণ রয়েছে তাই এক্ষেত্রে তারতীব ফরজ না হওয়ার বিষয়টিই সঠিক। আর আল্লাহই ভাল জানেন

তায়াম্মুম ভঙ্গ হওয়ার কারনসমূহ

১. ওযু বা গোসল আবশ্যক হওয়ার মত কারণ ঘটলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়।

ইবনে রুশদ বলেন, (اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَنْقُضُهَا مَا يَنْقُضُ الْأَصْلَ الَّذِي هُوَ الْوُضُوءُ أَوِ الطُّهْرُ) “আলেমরা একমত হয়েছেন যে, ওজু ও গোসল যেসব কারণে ভঙ্গ হয় তায়াম্মুমও সেসব কারণে ভঙ্গ হয়” [বিদায়াতুল মুজতাহিদ]

- জুনুবী অবস্থায় তায়াম্মুম করার পরে ওযু ভঙ্গের কারন ঘটলে তার ওজু-গোসল উভয় পবিত্রতাই ভঙ্গ হবে এবং তাকে আবারও তায়াম্মুম করতে হয়।

ইবনে কুদামা বলেন, (وَإِنْ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِلْحَدَثِ) “যদি কারো জুনুবী অবস্থায় তায়াম্মুম করার পর ওজু ভঙ্গের কারণ ঘটে তবে কেবল তার ওজু ভঙ্গ হবে। [আল-মুগনী] অর্থাৎ সে নামাজ পড়তে পারবে না এবং কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না তবে কুরআন পাঠ করতে পারবে, মসজিদে অবস্থান করতে পারবে ইত্যাদি। একইভাবে যদি সে এমন পরিমাণ পানি পায় যাতে ওজু করা সম্ভব গোসল নয় তবে তার তাকে ওজুই করতে হবে পুনরায় তায়াম্মুম করার প্রয়োজন হবে না। যেহেতু ওজু ও গোসল এই দুটি আমলের বদলে তায়াম্মুম করা হয়। আর গোসলের বদলে যে তায়াম্মুম করা হয় তা (لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْغُسْلِ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ الْحَدَثُ فِيهِ، كَالْغُسْلِ) গোসলের

স্থলাভিষিক্ত। ফলে ওজু ভঙ্গের কারণে তা ভঙ্গ হবে না যেমন ওজু ভঙ্গের কারণে গোসল ভঙ্গ হয় না। [আল-মুগনী] তবে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইমাম মালেক বলেছেন, (فَلْيَتَيَمَّمْ، وَلَا يَتَوَضَّأُ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَحْدَثَ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ الَّذِي كَانَ تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ، وَلَمْ يُنْتَقَضْ مَوْضِعُ الْوُضُوءِ وَحْدَهُ) "সে তায়াম্মুম করবে ওজু করবে না। যেহেতু ওজু ভঙ্গের কারণ ঘটার সাথে সাথে তার তায়াম্মুম ভেঙে গেছে। কেবল ওজুর স্থানের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে তাই নায়। [মাওয়াহিবুল জালিল] চিন্তা-ভাবনা করলে এই মতটিই অধিক সঠিক বলে মনে হয়। যেহেতু তায়াম্মুম ওজু ও গোসল উভয় ইবাদতের বদলে করা হলেও তা নিজে একটি মাত্র ইবাদত। ফলে তা ভেঙে গেলে সম্পূর্ণই ভেঙে যাবে আর টিকে থাকলে সম্পূর্ণ টিকে থাকবে। কিন্তু জুনুবী অবস্থায় তায়াম্মুম করার পর ওজু ভঙ্গের কারণ ঘঠলে ওজু পরিমান তায়াম্মুম ভঙ্গ হয় আর গোসলের বিধান টিকে থাকে এমন দাবী উদ্ভট বলেই মনে হয়। বরং তায়াম্মুমকে একটি আমল হিসেবে গণ্য করতে হবে যা প্রসাব, পায়খানা, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আবশ্যক হয়। এসব কারণের যেটিই সংঘটিত হোক তাতে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে। আর সাথে সাথেই তায়াম্মুমের সকল বিধান শেষ হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে এর স্বপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) "যে কেউ পায়খানা-প্রসাব ফিরে আসে বা স্ত্রী সহবাস করে কিন্তু পানি না পায় সে তায়াম্মুম করুক। এখানে ওজু ভঙ্গের কারণ আর গোসল আবশ্যক হওয়ার কারণ একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এর মধ্যে কোনোটি ঘটলে তায়াম্মুম করতে বলা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে এর মধ্যে যে কারণটিই ঘটুক তাতে আগের তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে এবং পুনরায় তায়াম্মুম করতে হবে। অতএব জুনুবী অবস্থায় তায়াম্মুম করার পর ওজু ভঙ্গের কারণ ঘটলে কুরআোন পাঠ করা বৈধ এমন বলা যেতে পারে না যেহেতু ওজু ভঙ্গের কারণ ঘটার কারণে তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়েছে এবং পবিত্রতা শেষ হয়ে গেছে। অতএব এখন সে কিসের বলে কুরআন পাঠ করবে? একইভাবে গোসল ফরজ অবস্থায় তায়াম্মুম করে ওজু পরিমাণ পানি পেলে সে ওজু করবে না। যেহেতু এই ওজু তাকে পবিত্র করতে সক্ষম নয়। বরং তার পবিত্রতার জন্য তায়াম্মুম শর্ত।

২. পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়।

রসুলুল্লাহ ﷺ আবু যার ؓ কে পানি না পেলে যতদিন খুশি তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, (فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ) "অতঃপর যদি পানি পাও তবে তা শরীরে মাখিয়ে নাও।" [আবু দাউদ, সহীহ] এই হাদীসের কারণে প্রায় সকল আলেম একমত হয়েছেন যে, পানি পেলে এবং তা ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়। ইবনে কুদামা বলেন, (وَيَزِيدُ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ الْمَقْدُورِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ) "তায়াম্মুম ভঙ্গের অতিরিক্ত একটি কারণ হলো, পানি পাওয়া এবং তা ব্যাবহারে সক্ষম হওয়া"। [আল-মুগনী] ইবনে রুশদ বলেন, (الجمهور ذهبوا إلي أن وجود الماء ينقضها) "জমহুর আলেমের মতে পানি পেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়" [বিদায়াতুল মুজতাহিদ] আল-কাসানী বলেন, (انتقض تيممه عند عامة العلماء) "প্রায় সকল আলেমের নিকটই এক্ষেত্রে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে"।

- নামাযে থাকা অবস্থায় পানি পেলে নামায ছেড়ে দিয়ে তায়াম্মুম করতে হবে।

উপরে আমরা বলেছি, পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে। এ ব্যাপারে প্রায় সকল আলেম একমত। তবে নামাজে থাকা অবস্থায় পানি পেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত আছে। হাম্বালী ও হানাপি মাজহাব মতে (الْمُتَيَمِّمَ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجًا مِنْهَا) "পানি পেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে তা নামাজের ভিতরে হোক বা বাইরে হোক"। [আল-মুগনী] মালেকী ও শাফেয়ী মাজহাবে এ বিষয়ে দ্বিমত আছে তবে প্রথম মতটিই সঠিক যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পানি পেলে তা শরীরে ব্যবহার করো। এখানে নামাজের ভিতর বা বাইরের সাথে কোনো পার্থক্র করা হয় নি। তাছাড়া একই জিনিস নামাজের বাইরে পবিত্রতা ভঙ্গ করবে কিন্তু নামাজের ভিতরে পবিত্রতা ভঙ্গ করবে না এটা অযৌক্তিক।

- পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়ার পর পানি নষ্ট হয়ে গেলও তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়।

যদি কেউ পানি ববহারে সক্ষম হয় কিন্তু (انْقَلَبَ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ) "ব্যবহার করার আগেই তা উল্টে যায়" তবে তার তায়াম্মুম বাতিল হবে (بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُ التَّيَمُّمِ) পানি পাওয়া এবং (কিছুক্ষণের জন্য হলেও) তা ব্যবহারে সক্ষম থাকার

কারণে। অতএব, তাকে পুনরায় তায়াম্মুম করতে হবে। [আল-মুগনী] এই মাসয়ালাটি অনেকের নিকট অবোধগম্য মনে হতে পারে। যেহেতু এখানে পানি নষ্টই হয়ে গেছে তাই আবারো তায়াম্মুমই করতে হচ্ছ তাহলে আগের তায়াম্মুম গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না কেনো? এর উত্তর হলো, যে সময় সে পানি পেয়েছিলো এবং তা ব্যবহারে সক্ষম ছিলো কিন্তু ব্যস্ততা বা অন্য কোনো কারণে তখন পানি ব্যবহার করেনি ঐ সময় তার জন্য পূর্বের তায়াম্মুমে সলাত আদায় করা বৈধ ছিলো কি? নিশ্চয় বৈধ ছিলো না। তা হলে ঐ সময়টুকু সে পবিত্র ছিলো না বা তার পবিত্রতা টিকে ছিলো না। পরে পানি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু যে পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেছে তা তো আর ফিরে আসবে না। এমন তো সম্ভব নয় যে কোনো একটি তায়াম্মুমের মাঝে কিছু সময় কোনো ব্যক্তি পবিত্র থাকবে না কিন্তু প্রথমে ও শেষে সে পবিত্র বলে গণ্য হবে। একারণে সঠিক মত হলো পানি পাওয়া এবং তা ব্যবহারে সক্ষম হওয়ার পরই তার তায়াম্মুম ভেঙে গেছে। এখন যদি সেই পানি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আবারো তায়াম্মুমের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তবে সে এখন তায়াম্মুম করতে পারবে কিন্তু ভেঙে যাওয়া তায়াম্মুম জোড়া লেগে যাবে না।

তায়াম্মুম করে যেসব কাজ করা যায় তার বিবরণ

প্রায় সকল আলেমের মতে (يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِكُلِّ مَا يُتَطَهَّرُ لَهُ مِنْ نَافِلَةٍ، أَوْ مَسِّ مُصْحَفٍ، أَوْ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ ..... أَوْ لُبْثٍ فِي مَسْجِدٍ) “যেসব কাজে পবিত্রতা শর্ত তা ফরজ বা নফল যাই হোক না কেনো (পানি না পেলে) সেসব ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করা যায়। যেমন কুরআন স্পর্শ করা, বা (জুনুবী অবস্থায়) কুরআন পাঠ করা .... মসজিদে অবস্থান করা ইত্যাদি। [আল-মুগনী] ইমাম নাব্বী বলেন, (وَهَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا وَجْهًا شَاذًّا منكرا) “সকল আলেমের মত এটাই। বিপরীতে কেবল একটি বিরল ও অগ্রহণযোগ্য মত বর্ণিত আছে” [শারহে মুসলিম] কেউ কেউ বলেছেন, (لَا يَتَيَمَّمُ إِلَّا لِمَكْتُوبَةٍ) “ফরজ নামাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ তায়াম্মুম করে আদায় করা যাবে না” [আল-মুগনী] বিভিন্ন হাদীসে এই মত বাতিল হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। দেওয়ালে তায়াম্মুম করে সালামের উত্তর দেওয়ার হাদীসটি এর মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ

(وَضُوءُ الْمُسْلِمِ) "পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য ওজু স্বরুপ" [আবু দাউদ] অতএব ওজুর মাধ্যমে যেসব কাজ করা যায় তায়াম্মুমের মাধ্যমেও সেসব কাজ করা যাবে। এছাড়া বিভিন্ন হাদীসে তায়াম্মুমকে পবিত্রতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে অতএব যেসব কাজে পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজন সেখানে পানি না পেলে তায়াম্মুমই যথেষ্ট হবে। [আল-মুগনী]

- জুনুবী অবস্থায় তৎক্ষনাৎ গোসল না করলে ওজুর বদলে তায়াম্মুম করা যায়।

ওজুর অধ্যায়ে আমরা বলেছি, জুনুবী অবস্থায় কেউ তৎক্ষনাৎ গোসল করতে না চাইলে তার উচিৎ ওজু করে নেওয়া। তারপর ঘুমানো বা হাটা-চলা করা। বলা বাহুল্য যে এই ওজুর মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল হয় না। পবিত্রতার উদ্দেশ্যে এটি করাও হয় না। একারণেই যদি পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় আসলে তার জুনুবী অবস্থা ছিলো না তবু এই ওজুতে নামাজ আদায় করা যাবে না। যেহেতু পবিত্রতার নিয়তে তা করা হয় নি। এক্ষেত্রে কেউ ওজুর বদলে তায়াম্মুমও করতে পারে। একটি হাসান হাদীসে এর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়েশা ﵂ বলেন, (إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ، فَكَسِلَ أَنْ يَقُومَ، ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ، فَتَيَمَّمَ) "রসুলুল্লাহ ﷺ তার কোনো স্ত্রীর সাথে মেলা-মেশা করার পর অনেক সময় (ঘুমানোর আগে) ক্লান্তি অনুভব করলে দেওয়ালে হাত মেরে তায়াম্মুম করতেন"। [মু'জামে আওসাত] বিভিন্ন হাদীসে এসেছে এক্ষেত্রে ওজু করাই মূলত রসুলুল্লাহ ﷺ এর অভ্যাস ছিলো কিন্তু এই হাদীসে বোঝা যায় কখনও কখনও ক্লান্তি অনুভব করলে ওজুর বদলে এক্ষেত্রে তিনি তায়াম্মুমও করতেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই তায়াম্মুম যেহেতু পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে ছিলো না তাই এক্ষেত্রে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা বৈধ হয়েছে। যেহেতু এখানে পানি না পাওয়ার কথা বলা হয়নি বরং ক্লান্তি অনুভব করার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় এক্ষেত্রে এমনকি পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা যায়। তবে ঐ তায়াম্মুমে সলাত আদায় করা যাবে না। ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লখ করেন, (وَلَوْ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ) "পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম করলে তার মাধ্যমে (নামাজ) বৈধ না হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। এর কারণ

হলো, কুরআন হাদীসে পবিত্রা অর্জনের জন্য যে তায়াম্মুমের বিধান দেওয়া হয়েছে তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য পানি না থাকা বা পানি ব্যবহার করতে না পারা শর্ত। অতএব পানি থাকতে তায়াম্মুমের বিষয়টি কেবল সেখানে প্রযোজ্য হতে পারে যেখানে পবিত্রতা অর্জনের বিষয়টি আদৌ উদ্দেশ্য নয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

- সর্বাবস্থায় পবিত্র থাকার উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করা।

ওজুর অধ্যায়ে আমরা বলেছি সর্বাবস্থায় পবিত্র থাকা উত্তম। একইভাবে দোয়া, যিকির, সালাম বিনিময় ইত্যাদি কাজে পবিত্রতা শর্ত না হলেও পবিত্র অবস্থায় তা করা উত্তম। পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে এসব উদ্দেশ্যে তায়াম্মুমও করা যায়। উপরে আমরা বলেছি, যেসব কারণে ওজু করা হয় পানি না পেলে বা পানি ব্যবহার করতে না পারলে সেসব কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে। হানাফী মাজহাবের কোনো কোনো আলেমের মতে (أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ مَا لَا تُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ لَهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ) "যেসব ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন ফরজ নয় বরং উত্তম, পানি ব্যবহারে সক্ষম হলেও সেসব ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করা যায়।" তবে ঐ তায়াম্মুমে নামাজ বা অন্য যেসব কাজে পবিত্রতা অর্জন করা ফরজ তা আদায় করা যাবে না। অন্যরা বলেছেন, (لَيْسَ بِشَيْءٍ بَلْ هُوَ عَدَمٌ) "এ তায়াম্মুম কিছুই না বরং তা না করারই সমান" যেহেতু (لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِمَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ فَلَا يُشْرَعُ عِنْدَ وُجُودِهِ) "শরীয়তের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে পানি না পেলে তায়াম্মুম করার ব্যাপারে অতএব পানি পেলে তা বৈধ হবে না"। [ফতোয়ায়ে শামী] এক্ষেত্রে এই মতটিই সঠিক যেহেতু এসব কাজে পবিত্রতা ফরজ না হলেও তা সুন্নাত বা মুস্তাহাব। অর্থাৎ এখানে পবিত্রতা অর্জনই উদ্দেশ্য। কিন্তু পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জিত হতে পারে না। অতএব এসব ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু উপরের মাসয়ালায় পবিত্রতা অর্জন উদ্দেশ্য ছিলো না তাই সেখানে পানি থাকা অবস্থায়ও তায়াম্মুম করা বৈধ হয়েছে। অনেকে দেওয়ালে তায়াম্মুম করে সালামের উত্তর দেওয়ার হাদীস থেকে এই মাসয়ালাটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এটা সঠিক নয়। যেহেতু সেখানে পানি বিদ্যমান ছিলো এমন বলা হয় নি। অতএব অন্যান্য হাদীসের সাথে মিলিয়ে ঐ হাদীসটিও পানি না থাকার ব্যাপারে প্রয়োগ করতে হবে। অন্য একটি হাদীসে অবশ্য এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ দেওয়ালে তায়াম্মুম করলে তাকে বলা হলো, (الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ) "পানি তো আপনার নিকটেই"

তিনি বললেন, (مَا أَدْرِي، لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ) "কে জানে হয়তো আমি সে পর্যন্ত পৌঁছাতেই পরবো না" [মুস্তাখরাজে আবি আওয়ানা] এই হাদীসের সনদ দূর্বল যেহেতু এর রাবীদের মধ্যে ইবনে লাহীয়া রয়েছে। এই হাদীসের অন্য একটি বর্ণনাও রয়েছে তবে তার সনদও দূর্বল। এমন দূর্বল সনদের উপর ভিত্তি করে পানি থাকা অবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম বৈধ করা সম্ভব নয়। যেহেতু তা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়।

পানি বা মাটি কিছুই যে পায় না সে কি করবে?

ফোকাহায়েকিরামের পরিভাষায় এই বিষয়টিকে বলা হয় (فاقد الطهورين) অর্থাৎ পানি ও মাটি উভয় প্রকার পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি। কাফিরদের দেশে পাকা জেলখানায় বন্দি বা বালি ও পাথরে ঢাকা অঞ্চলে অবস্থানগ্রহণকারী এবং অন্য অনেকের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে। এমন ব্যক্তি নামাজ পড়বে কি পড়বে না বা পরে তাকে কাজা করতে হবে কি হবে না এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে ব্যপক দ্বিমত আছে। তার মধ্যে সঠিক মতটি হলো, সে যথা সময়ে নামাজ পড়ে নেবে এবং তাকে পুনরায় নামাজ পড়তে হবে ন। এটা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের মত। এ মতের স্বপক্ষে দলীল হলো, একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ তায়াম্মুমের বিধান নাযিল হওয়ার আগে একদল সাহাবাকে কোথাও পাঠালে তারা সেখানে পানি না পেয়ে (فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ) "তারা ওজু ছাড়াই নামাজ পড়লেন"। পরবর্তীতে রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকটে এসে তারা এ বিষয়ে অবহিত করলে তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ হয়। [বুখারী ও মুসলিম] জানালে বলেন, যে পবিত্রতা ছাড়াই যথা সময়ে নামাজ পড়ে নেনে ইবনে হাযার আসক্বালানী বলেন, (وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الْأَرْبَعَةُ هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ) "এ বিষয়ে চারটি মতই হলো প্রশিদ্ধ"। [ফাতহুল বারী] এই হাদীসে যদিও উল্লেখ নেই যে ঐ সকল সাহাবারা পানি ও মাটি কিছুই পায়নি বরং কেবল পানি পায়নি এমন বলা হয়েছে কিন্তু যেহেতু তখন মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের বিধান ছিলো না তাই (عَدَمَ الْمَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَعَدَمِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُطَهِّرَ سِوَاهُ) সেই সময় পানি না পাওয়া মানেই কোনো প্রকার পবিত্রতা অর্জন করতে না পারা যেহেতু পানি ছাড়া অন্য কোনো পবিত্রতার মাধ্যম তখন ছিলো না। [নাইল] বর্তমানে পানি ও মাটি না পেলে অনুরুপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেহেতু সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই পবিত্রতা হাসিল করা সম্ভব হয় না। একারণে এই হাদীসে সাহাবায়ে কিরাম যা করেছেন বর্তমানে

পানি ও মাটি যা পায়না তার ক্ষেত্রে সেই বিধান প্রযোজ্য। এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে (فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ لِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ) "এই হাদীষে দলীল রয়েছে যে উভয় প্রকার পবিত্রতা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তির উপর (পবিত্রতা ছাড়াই) নামাজ পড়ে নেওয়া আবশ্যক হবে।" যেহেতু (وَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ مَمْنُوعَةً لَأَنْكَرَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) "এ অবস্থায় নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হলো রসুলুল্লাহ ﷺ তাদের এ কাজকে নিন্দা করতেন" এ হাদীস এটাও প্রমাণ করে যে, এই ব্যক্তি পরবর্তীতে নামাজ কাজা করবে না। যেহেতু (وَلَا أَمَرَهُمْ، بِإِعَادَةٍ) রসুলুল্লাহ ﷺ তাদের পুনরায় নামাজ আদায় করতে বলেননি" [আল-মুগনী] আর (لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَبَيَّنَهَا لَهُمْ) যদি কাজা আদায় করা আবশ্যক হতো তবে রসুলুল্লাহ ﷺ তাদের তা বলে দিতেন।" [ফাতহুল বারী] অন্য একটি হাদীসে অবশ্য এসেছে, আম্মার ؓ উমর ؓ কে বলেছেন, আমি আর আপনি একদিন সফরে পানি না পেলাম না। ফলে (فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ) "আপনি নামাজ পড়লেন না আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নামাজ আদায় করলাম। পরবর্তীতে রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, কেবল মাটিতে হাত মেরে হাত ও মুখ মাসেহ করাই যথেষ্ট হতো। [বুখারী ও মুসলিম] এই হাদীসে উমর ؓ এর নামাজ না পড়া এবং রসুলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে তার কাজের প্রতিবাদ না করার ঘটনায় দলীল রয়েছে যে, (إِنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ لَا يُصَلِّي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ) "উভয় পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি নামাজও পড়বে না কাজাও করবে না।" [ফাতহুল বারী] এটা ইমাম মালেকের মত। তবে এই ঘটনা থেকে এমন দলীল গ্রহণ করা সঠিক মনে হয় না। যেহেতু হাদীসের ভাষ্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ঘটনাটি তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু আম্মার ؓ মানে করেছেন গোসলের বদলে তায়াম্মুম করতে হলে সারা শরীরে মাটি মাখাতে হবে আর উমর ؓ মনে করেছেন তায়াম্মুমের আয়াত কেবল ওজুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গোসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তাই তিনি নামাজ পরিত্যাগ করেছেন। পরবতীর্তে রসুলুল্লাহ ﷺ কেবল মাটিতে হাত মেরে হাত-মুখ মাসেহ করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তার মাধ্যমে আম্মার ؓ এর বুঝকে আংশিক সমর্থণ ও আংশিক সংশোধন করেছেন আর উমর ؓ এর বুঝকে ভুল প্রমাণ করেছেন। এভাবে একদিক থেকে ভুল প্রমাণ করার পর অতিরিক্ত তিরষ্কার করার প্রয়োজন পড়ে না। তায়াম্মুম করেই নামাজ পড়া উচিৎ ছিলো এটা জানার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাজা করে নেবে এটাই স্বাভাবিক। সাধারন জ্ঞান থেকেই বিষয়টি বুঝে নেওয়া যায়। একারণে কাজা আদায়ের কথা আলাদাভঅবে বলে দেওয়া হয়নি। এমনও হতে পারে আম্মার ؓ এর অগোচরে রসুলুল্লাহ ﷺ উমর

ﷺ কে কাজা আদায়ের কথা বলেছিলেন। যেহেতু বিষয়টি তার সাথেই সংশ্লিষ্ট তাই তাকে বলাই যথেষ্ট। কিন্তু উমর ﷺ এর ঘটনা সম্পূর্ণই ভুলে গেছেন যেমনটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। তাই সে বিষয়ে জানা আর সম্ভব হয় নি। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

তাছাড়া পবিত্রতা নামাজ কবুল হওয়ার জন্য শর্ত। অতএব, (فلا تؤخر الصلاة عند عدمها كالسترة واستقبال القبلة) "তা আদায় করতে সক্ষম না হলে নামাজ কাজা করা যাবে না যেমন, সুতরা বা কিবলমুখী হওয়া" [আল-মুগনী] অর্থাৎ এমনিতে কিবলামুখী না হয়ে নামাজ পড়লে তা কবুল হয়না তবে কোনো কারণে কিবলামুখী হতে না পারলে কিবলামুখী না হয়েই নামাজ পড়ে নিতে হয় তেমনই পবিত্রতা ছাড়া এমনিতে নামাজ কবুল হয় না তবে কোনো কারণে পবিত্রতা হাসিল করতে না পারলে তা ব্যাতিরেখেই নামাজ আদায় করে নিতে হবে। যেভাবে (العاجز عن القيام إذا صلى جالسا) দাড়াতে যে অক্ষম সে বসে নামাজ আদায় করে। এসব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ঐ কথা প্রযোজ্য হবে যেখানে তিনি বলেন, (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) "সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করে চলো"। অতএব, যেটা সম্ভব নয় সেটা বাদ দিয়ে হলেও যতটুকু সম্ভব আদায় করতে হবে। [আল-মুগনী]

হায়েজ ও নিফাস